রাঁচি, মঙ্গলবার
29:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>313 >>11 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১৩ >> << ১১ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় আলশাবাবের ১৩ জঙ্গি নিহত

সোমালিয়া : আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী (আফ্রিকম) জানিয়েছে, সোমালিয়ায় আলশাবাব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আত্মরক্ষামূলক বিমান হামলায় ১৩ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। কিসমায়ো থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে সিয়েরার আশেপাশে এই বিমান হামলা চালানো হয়। আফ্রিকম জানিয়েছে, শনিবারের বিমান হামলাটি আলশাবাব যোদ্ধাদের সাথে লড়াইরত সোমালি বাহিনীর সমর্থনে পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আলশাবাবকে বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সক্রিয় আলকায়েদা নেটওয়ার্ক বলে মনে করে। আলশাবাব ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলকায়েদার সাথে একীভূত হয়। (আল শাবাব) প্রমাণ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের অংশীদারদের আক্রমণ করার ইচ্ছে ও সক্ষমতা উভয়ই তাদের আছে এবং তারা এ অঞ্চলের নিরাপত্তা স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলতে চায়, বলছে আফ্রিকম। এদিকে, আলশাবাব জঙ্গিরা শনিবার ভোরে মধ্য গালমুদুগ রাজ্যের সম্প্রতি মুক্ত হওয়া কাউওয়েইন গ্রামে অভিযান চালিয়ে সরকারি সৈন্যদের হত্যা করেছে বলে নিরাপত্তা সূত্রগুলো ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, জঙ্গিরা গাড়িবাহিত বিস্ফোরক ডিভাইস (ভিবিআইইডি) বা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্রামে হামলা চালায়। তারপরে সশস্ত্র জঙ্গিরা সরকারী বাহিনীর সাথে ভারী বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সোমালি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (সোন্না) জানিয়েছে, সরকারি বাহিনী হামলা প্রতিহত করেছে এবং ভিবিআইইডি ধ্বংস করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 64996.60 +110.09
NIFTY : 19306.05 +40.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.09 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.29 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফ্রিকান ইউনিয়নকে জিটোয়েন্টিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০ সদস্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আগামী মাসে নয়াদিল্লিতে জোটের শীর্ষ সম্মেলনের আগে তার দেশকে সরবরাহ শৃঙ্খল সমস্যার সমাধান হিসাবে তুলে ধরেছেন। ১৯টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নিয়ে ২০ টি প্রধান অর্থনীতির এই গ্রুপ গঠিত, যা বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে । বিশ্বের জনসংখ্যার দুইতৃতীয়াংশই এর অংশ হলেও দক্ষিণ আফ্রিকাই কেবল আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র সদস্য। গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, তিনি চান আফ্রিকান ইউনিয়ন জি২০র স্থায়ী সদস্য হিসেবে যোগ দিক। রবিবার জি২০'র বর্তমান আয়োজক মোদি প্যানআফ্রিকান ব্লককে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। সম্মিলিতভাবে গত বছর যার জিডিপি ছিল ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ৯-১০ সেপ্টেম্বর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে বিজনেস ফোরাম বি২০'তে মোদি বলেন, আমরা আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় সদর দফতর অবস্থিত এইউতে ৫৫ সদস্য থাকলেও জান্তা শাসিত পাঁচটি দেশের সদস্যপদ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারীর সময় পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার পর ভারতই ছিল কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরির সমাধান। পাশাপাশি নয়াদিল্লি চীনের সঙ্গে উৎপাদন খাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যেও কাজ করেছে। মোদি আরও বলেন, 'কোভিড ১৯-এর আগে এবং পরে বিশ্ব অনেক বদলে গেছে। বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল আগের অবস্থায় নেই। ভারতই কার্যকর সমাধান বলে দাবি করেন তিনি। ২০২০ সালে হিমালয় সীমান্তে ভয়াবহ সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সৈন্য এবং কমপক্ষে চারজন চীনা সৈন্য নিহত হওয়ার পর বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বৃহস্পতিবার শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে একটি বিরল বৈঠকে মুখোমুখি হয়েছেন। বেইজিং বলেছে, তারা তাদের বিতর্কিত সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য স্পষ্ট এবং গভীর আলোচনা করেছেন।

মার্চ অন ওয়াশিংটনের বার্ষিকীতে ফ্লোরিডায় শ্বেতাঙ্গ বন্দুকধারীর গুলিতে ৩ কৃষ্ণাঙ্গ নিহত

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি দোকানে শনিবার তিন কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করেছে মুখোশধারী এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি। তার হাতে সোয়াস্তিকা চিহ্ন আঁকা অস্ত্র ছিল যা থেকে বর্ণ বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। জ্যাকসনভিলের শেরিফ টি কে ওয়াটার্স বলেন, মূলত আফ্রিকানআমেরিকান অধ্যুষিত ঐ এলাকায় ডলার স্টোরে বন্দুকধারীর 'বর্ণবিদ্বেষী' হামলায় দুই পুরুষ ও এক নারী নিহত হয়।

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে জার্মানির গণহত্যাকারী নাৎসি শাসক দলের প্রতীক আঁকা একটি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছিল ঐ ব্যক্তি। এর পাশাপাশি বন্দুকধারী গুলি চালানোর আগে বর্ণবাদী বিবৃতি দেয়। এরপর ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করে। শেরিফ জানান, তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণা করতেন। একই তারিখে মার্চ অন ওয়াশিংটনের ৬০তম বার্ষিকীতে রেভারেন্ড আল শার্পটনের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজার হাজার মানুষ ওয়াশিংটন ডিসিতে সমবেত হন। সেখানেই ১৯৬৩ সালে রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তার বিখ্যাত আই হ্যাভ এ ড্রিম ভাষণ দিয়েছিলেন।

শার্পটনের ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের জাতীয় বোর্ডের সদস্য রুডলফ ম্যাককিসিক শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলেন না। তিনি বলেন, বিড়ম্বনার বিষয় হলো, যেদিন আমরা ওয়াশিংটন মার্চের ৬০তম স্মরণসভা উদযাপন করছি, যেখানে ড. মার্টিন লুথার কিং উঠে দাঁড়িয়ে জাতিগত সমতা ও ভালোবাসার স্বপ্নের কথা বলেছেন, সেখানে আমরা এখনো এমন একটি দেশে বাস করছি যেখানে সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়নি। বরং তা এখন ধর্মান্ধতায় রুপ নিয়েছে।

২০ এর কোঠায় থাকা বন্দুকধারী বুলেট প্রতিরোধী জ্যাকেট পরে একটি গ্লক হ্যান্ডগান এবং একটি এআর-১৫ আধাস্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করে। ওয়াটার্স বলেন, ঐ ব্যক্তি একাই এই ঘটনা ঘটায় এবং তিনি কোনো গ্রুপের অংশ ছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হামলার কিছু সময় আগে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং একটি গণমাধ্যমে লিখিত বিবৃতি দিয়ে বন্দুকধারী জানায়, জ্যাকসনভিলে একটি ভিডিও গেম টুর্নামেন্ট চলাকালে দুই জনকে হত্যার পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে এই হামলা চালানো হয়েছে। ঐ হত্যাকারী পরে আত্মহত্যা করে।

ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েছে কাতার চ্যারিটি

কাতার : বাংলাদেশের ভাসানচরে অবস্থানরত ১৭ হাজার ৭৯৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করেছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা কাতার চ্যারিটি। রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (আরআরআরসি) এবং জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর তত্ত্বাবধায়নে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে সম্প্রতি এই সহায়তা দেয় কাতার চ্যারিটি । সংস্থাটি জানায়, গত দুই বছর ধরে কাতার চ্যারিটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্ন সাহায্য করছে। জুলাই মাসে কক্সবাজারে ১ হাজার ৬৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে তারা। রোহিঙ্গা শরণার্থী নূর ফাতেমা বলেন, আমরা নিয়মিত কাতার চ্যারিটি থেকে সহায়তা পাচ্ছি। যা আমাদের জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত, ২ লাখ ৩১ হাজার ৯৬৬ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়েছে বলে জানিয়েছে কাতার চ্যারিটি।

পাকিস্তানে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে

খাইবার পাখতুনখোয়া: পাকিস্তানে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রবিবার টানা তৃতীয় দিনের মতো অব্যাহত রয়েছে। টেলিভিশন ফুটেজে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুৎ বিল পুড়িয়ে দিচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের হামলার হুমকির প্রেক্ষিতে, উত্তরপশ্চিম খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে, পুলিশ যেন তাদের কর্মী এবং স্থাপনাগুলির নিরাপত্তা প্রদান করে।

নিরাপত্তার জন্য, বিভাগটি তাদের কর্মীদের অফিসিয়াল যানবাহন থেকে লাইসেন্স প্লেটগুলি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার ওই বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ক্রমশ করাচি, লাহোর, পেশোয়ার, মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদসহ অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের কারণে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারউলহক কাকার উচ্চ বিদ্যুতের বিল নিয়ে আলোচনা করার জন্য রবিবার এক জরুরি বৈঠকে বসতে বাধ্য হন তবে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতির কোনো সুরাহা তিনি করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা তাড়াহুড়ো করে এমন কোনো পদক্ষেপ নেব না, যাতে দেশের ক্ষতি হয়। স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি শহরের মসজিদ থেকে ঘোষণা দিয়ে, বিক্ষোভকারী গ্রাহকরা তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিল পরিশোধ না করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানায়। পাকিস্তানি নিউজ চ্যানেলের সাথে কথা বলার সময় বিক্ষোভকারীরা জানান, বিদ্যুতের বিল তাদের বাড়ির ভাড়ার চেয়েও বেশি আসছে। ভোক্তারা তাদের সাম্প্রতিক বেড়ে যাওয়া বিলের কপি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, যা আগের মাসের মূল্যের তুলনায় নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। সরকার বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার না করলে, মঙ্গলবার দেশব্যাপী ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যবসায়ী নেতারা। মূলধারার এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি রবিবার ঘোষণা করেছে, বিদ্যুতের দামের অত্যধিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীদের সাথে তারাও যোগ দেবে। গত সপ্তাহে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমেরিকান ডলারের বিপরীতে পাকিস্তানি মুদ্রা ৩০০ টাকারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এতে গড় পাকিস্তানিদের তাদের আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

দাবানল দাবানলে ৭৭,০০০ হেক্টর জমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং ১২০টি স্থানে এখনো আগুন জ্বলছে

গ্রিসে দাবানল নিয়ন্ত্রণে লড়াই করছে ৬০০র বেশি অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং বিমান

গ্রীস : গ্রিসে তিনটি বড় দাবানল জ্বলছে। এর মধ্যে দুটি গত কয়েকদিন ধরে জ্বলছে। দাবানল নিয়ন্ত্রণে, ৬শ'রও বেশি অগ্নিনির্বাপক কর্মী, বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ থেকে আনা জল ছিটানো বিমান এবং হেলিকপ্টারের একটি বহর লড়াই করে যাচ্ছে।

দেশটির উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল ইভরোস এবং আলেকজাণ্ড্রোপলিসে একটি বিশাল দাবানল গত নয় দিন ধরে জ্বলছে। এতে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডটি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি দেশকে আঘাত করা সবচেয়ে বড় একক দাবানলের মধ্যে একটি। দাবানলে, আলেকজাণ্ড্রোপলিস শহরের দূরবর্তী অঞ্চলে বনের বিস্তীর্ণ অংশ এবং ঘরবাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ফায়ার বিভাগ জানিয়েছে, রবিবার, ২৯৫ জন দমকলকর্মী, সাতটি বিমান এবং পাঁচটি হেলিকপ্টার দাবানল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস রবিবার জানিয়েছে, দাবানলে ৭৭,০০০ হেক্টর (৭৭০ বর্গ কিলোমিটার) জমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং ১২০টি স্থানে এখনো আগুন জ্বলছে।

গ্রিসের সবচেয়ে বড় দুটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। তবে, কর্মকর্তারা বলেছেন, কিছু ছোট অগ্নিকাণ্ডের জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিসংযোগ এবং অবহেলার অভিযোগে সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে দাবানল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শুকনো ঘাস ও গাছপালাগুলিতে আগুন দেওয়ার অভিযোগে, শনিবার দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। এদের মধ্যে, একজনকে ইভিয়া দ্বীপে এবং অপরজনকে লারিসার মধ্য গ্রীক অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দাবানল প্রতিরোধ নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে গ্রীস। সাধারণত মে মাসের শুরু থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত, শুকনো গাছপালা পোড়ানো এবং বারবিকিউ করার মতো কার্যক্রম সীমিত করতে এসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

অগ্নি প্রতিরোধ মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, অগ্নিসংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগে ১৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দমকল বিভাগের কর্মকর্তারা। সরকারের মুখপাত্র পাভলোস মারিনাকিস বলেছেন, এদের মধ্যে, অবহেলার জন্য ১১৮ জনকে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিসংযোগের জন্য ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়া আরও ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উপাচার্যহীন রয়েছে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। যার কারণে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষাও বন্ধের মুখে

মালদা। প্রায় দুইমাস থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হীন অবস্থায় রয়েছে। এজন্য নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র ছাত্রীদের। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বাইরে আগস্ট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে নয়া শিক্ষানীতিতে পঠন পাঠন চালু হয়েছে। যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপাচার্যের অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় দৈনন্দিন কাজকর্ম বিশেষ করে কোন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার নির্ধারিত সময় থেকে পঠন পাঠন সব ক্ষেত্রেই উপাচার্যের সিদ্ধান্ত জরুরী সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সংঘাতের আবহে উপাচার্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১ জুন ২০২৩ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে উপাচার্য পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় নি কাউকে । তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও ডেপুটি রেজিস্টার তারাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও এবিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার রাজিব পতিতুন্ডী জানিয়েছেন , ১ জুন থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ভালোভাবেই চলছে।ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।তবে যেসব কাজে উপাচার্যের উপস্থিতি খুবই দরকার, সেইসব কাজগুলি আপাতত করা হচ্ছে না। বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হোস্টেল তৈরি হয়ে থাকলেও তা চালু করা সম্ভব হয় নি। আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই হোস্টেল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টি রেগিং কমিটি রয়েছে । যেহেতু এখানে হোস্টেল পরিষেবা এখনো চালু হয়নি সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগিং এর কোন বিষয় নেই।গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে । আরও বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি নেই তবে উপাচার্য দায়িত্ব নিলে হয়তো সে সব জায়গাতেও সিসিটিভি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।।

মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায় জানিয়েছেন , দীর্ঘদিন ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই। বিষয়টি রাজ্যপাল জানেন। তিনি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আটকে রেখেছেন । রাজ্যপালকে আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই বলেই আমাদের হোস্টেল পরিষেবাটি চালু হচ্ছে না। বিজেপির দক্ষিণ মালদা যুব মোর্চার সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি জানিয়েছেন , বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছে। আমাদের দাবি অবিলম্বে উপাচার্য এবং হোস্টেল পরিষেবা চালু হোক।

শিলিগুড়িতে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন

শিলিগুড়ি ঃ রবিবার দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও পালন করা হলো দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মজয়ন্তী। এদিন শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের কার্যালয়ে রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক এআইসিসি সদস্য জীবন মজুমদার,সম্পাদক অভিষেক মালাকার, রাজীব পাঠক, রাজেশ যাদব, যুব নেতা রোহিত তিওয়ারি, ছাত্র পরিষদ নেতা শাহনাজ হুসেন সহ কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যরা। এদিন রাজীব গান্ধীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন সাধারন সম্পাদক জীবন মজুমদার।

বিনয় বাদল দীনেশ সংঘের পক্ষ থেকে আয়োজিত হলো দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্ট

শিলিগুড়ি ঃ খেলার প্রতি সকলের আগ্রহ বাড়াতে বিনয় বাদল দীনেশ সংঘের পক্ষ থেকে আয়োজিত হলো দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্ট। রবিবার শিলিগুড়ির ভক্তিনগর ময়দানে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। জানা যায় এই টুর্নামেন্টের নাম নেওয়া হয়েছে 'বিবাদী কাপ ২০২৩'।এদিনের এই টুর্নামেন্টের সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা নন্দী সহ অন্যান্যরা।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দিলো রথখোলা নবীন সংঘ

কলকাতা ঃ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ শারদ উৎসব এর আর হতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি। আজ রথখোলা নবীন সংঘের দুর্গাপূজা কমিটি খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের ৪৯তম বর্ষের দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু । বিগত বছর গুলির মত থিমের পুজোর মধ্যে দিয়ে সামাজিক বার্তা সাধারন মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া তাদের মূল লক্ষ্য। একই ভাবে এবছরও তারা থিম এর পূজা করে দর্শনার্থীদের চমক দেবে বলে জানান দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদক জয়দীপ দাস। এবারের থিম শিলিগুড়িবাসীর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য বার্তা পৌছে দিবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এদিনের খুঁটি পূজা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ২২নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপ্ত কর্মকার ও এলাকার সমাজসেবী ধীমান বোস সহ এলাকার বরিষ্ঠ নাগরিকেরা ও ক্লাবের সকল সদস্যরা।

জেলা সভাপতি অপসারণে দাবি ঘিরে রনক্ষেত্র বিজেপি জেলা কার্যালয়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা তোলাবাজ তৃনমূলের সঙ্গে সেটিং করে চলছে তাই ধ্রুব সাহার অপসারণের দাবিতে সোমবার দুপুরে সিউড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয় রনক্ষেত্র হয়ে উঠলো । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বিক্ষোভ দেখানো বিজেপি নেতা কর্মীদের মারধর করে বাইরে বের করে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে । সিউড়ি দুইনং ব্লকের বিজেপিকর্মী কার্তিক মাহারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পুরানো কার্য কর্তাদের বসিয়ে রেখে তৃনমূলের সঙ্গে সেটিং করে চলছে ধ্রুব সাহা । ধ্রুব সাহার অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় । প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি উদয়কুমার হাজরা বলেন, যারা তোলাবাজি করবে কাটমানি খাবে তৃনমূলের সঙ্গে সেটিং করে চলবে তাদের পদে রাখছে ধ্রুব সাহা । পুরানো কার্যকর্তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে সেটা জানার জন্য কেন্দ্রীয় নেতা সতীশ ধনকরের কাছে এলে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই আমাদের কর্মীদের মারধর করে বাইরে বের করে দেয় । প্রতিকার না হলে কলকাতা পার্টি অফিসে গিয়ে আন্দোলন করবো । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দুইঘণ্টা সদর্থক আলোচনা হয়েছে । সবাইকে কাজের পরিসর দেওয়া হবে । কোনো হাতাহাতি হয় নি । সবার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক । সবাই মোদীজীকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী চাইছেন ।

প্রায় ৬০ লাখ মূল্যের বার্মা সেগুন কাঠ, একটি কন্টেইনারসহ আটক দুই ব্যাঙ্গালোরবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ STF পশ্চিমবঙ্গ সদর দফতর শিলিগুড়ির একটি দল ফাটাপুকুর এলাকা থেকে সেগুন কাঠ, লক্ষাধিক মূল্যের একটি পাত্র সহ ২ জনকে আটক করেছে। তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে চন্দ্রশেখর কেপি (৩৬) ছেলে পরমেশা কোরাডিহুরুদিস অক্লেশপুর হাসান, কেএ ব্যাঙ্গালোর এবং বিকাশ গৌড়া (২৬) ছেলে লেফটেন্যান্ট পুটলিনজা, মাগাদি রোড, ব্যাঙ্গালোর। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে আটককৃত দুজনই উদ্ধার হওয়া সেগুন কাঠ আসামের গুয়াহাটি থেকে নাগপুরে নিয়ে যাচ্ছিল। এসটিএফ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিট অফিসার, তাইপু বিট, বাগডোগরা রেঞ্জ, কার্সিয়ং ডিভিশনের সহায়তায়, আটক ব্যক্তি এবং সেগুন কাঠ বোঝাই ট্রাক (কন্টেইনার) উভয়কেই তাইপু বিট অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রোববার তার বিরুদ্ধে নির্ধারিত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বন বিভাগের মতে, ৬০০ সিএফটির বেশি অবৈধ বার্মিজ কাঠের ১১৫টি লগ উদ্ধার করা হয়েছে।

ধূপগুড়িতে মহকুমা ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন জোরদার

জলপাইগুড়ি। একদিকে চলছে ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের রবিবাসরীয় প্রচার। অন্যদিকে ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার দাবিতে জোরদার হচ্ছে আন্দোলন। বিধানসভা উপনির্বাচনে মূল ইস্যু হয়ে উঠে এসেছে ধুপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার বিষয়টি। এই ইসুকেই হাতিয়ার করেছে শাসক বিরোধী সব শিবির। রবিবার সকাল থেকে ধুপগুড়ি শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মহকুমা আদায়ের দাবিতে পোস্টারিং করলো মহকুমা নাগরিক মঞ্চ সহ একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠন। এদিনের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল স্কুল পড়ুয়াড়াও। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ধূপগুড়ি ব্লককে ভেঙে পৃথক বানারহাট ব্লক গঠন করতে হবে এবং ধূপগুড়ি বানাহাট ব্লক মিলে গঠন করতে হবে ধুপগুড়ি মহকুমা। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বানারহাট পৃথক ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও মহকুমা আদায় হয়নি। যদিও বিধানসভার নির্বাচনের প্রচারে ধূপগুড়িতে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঙ্গোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার বিষয়ে সরকারি সমস্ত রকম কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরেও কোন এক অদৃশ্য কারণে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো ঘোষণা হয়নি ধূপগুড়ি মহকুমা। আর এই কারণেই বিধানসভা উপ নির্বাচনের আগে মহকুমা আদায়ের দাবিতে পথে নেমেছে একাধিক সংগঠন। প্রত্যেক সংগঠন ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সমস্ত ধূপগুড়ি বাসীর একটাই কথা আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার চাই মহাকুমা।

সাটারিং খুলতে গিয়ে সেফটি ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে গিয়ে দুই রাজ মিস্ত্রির মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ নির্মীয়মান সেফটি ট্যাঙ্কের সাটারিং খুলতে গিয়ে ট্যাংকের ভিতরে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলো দুই রাজ মিস্ত্রির। রবিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাল ব্লকের তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০ নম্বর কলোনির গুয়াবাড়ি এলাকায়। মৃতদের নাম আমিনুল ইসলাম (২৭)ও শাহিদ আহমেদ (২০)।সম্পর্কে মৃত দুই যুবক কাকাতো জ্যাঠাতো ভাই।স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে,এদিন স্থানীয় এক বাড়িতে ওই দুই ভাই সেফটি ট্যাঙ্কের সাটারিং খুলতে যায়। মাস খানেক আগে তারা সাটারিং লাগিয়ে গিয়েছিল।এদিন সেফটি ট্যাংকের ঢাকনা খুলে নিচে নামতে গিয়ে বড়ো ভাই অসাবধানতা বশত নিচে পড়ে যায়। তাকে তুলতে গিয়ে ছোট ভাইও নিচে পড়ে যায়।ট্যাংকের ভিতরে জল ও গ্যাস জমে থাকায় দুই জন আবদ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনস্থলে পৌঁছায় মালবাজারের দমকল বাহিনী এবং মাল থানার পুলিশ।এরপর পাম্পের সাহায্যে জল বের করে দুজনকে উদ্ধার করে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফুলবাড়ীর ক্যানাল রোডে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুইজন নিহত হয়েছেন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ীর ক্যানেল রোডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। মৃত দুজনেরই বাড়ি শিলিগুড়ি শহরে। একজনের নাম নয়না আগারওয়াল বয়স আনুমানিক ৫০ শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর বাসিন্দ এবং রামাচল গুপ্তা বয়স আনুমানিক ষাট বাড়ি শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির রোডে। একটি স্কুটি করে এই দুইজন ক্যামেল রোড ধরে আসছিলেন একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় খবর পেয়ে ঘটনার তলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা শুরু করেছে রথখোলা স্পটিং ক্লাব

শিলিগুড়ি ঃ খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দিলো রথখোলা স্পোটিং ক্লাব।আজ রথখোলা স্পোটিং ক্লাবে দুর্গাপূজা কমিটি খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের ৫৮ তম বর্ষের দূর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বিগত বছর গুলির মত এবছরে বিষেশ আকরশন হলো '' বর্ণিল '' এবছর দর্শনার্থীদের চমক দেবে বলে জানান রথখোলা স্পোটিং ক্লাবের সোনা চক্রবর্তি। অতিথি হিসাবে উপস্তিথ ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,চিয়ারম্যান পুতুল চক্রবর্তি ,কমল আগরওয়াল সহ এলাকার বরিষ্ঠ নাগরিকেরা ও ক্লাবের সকল সদস্যরা।।

গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে আহত যুবক

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সয়দাবাদে চার চাকা গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষ। এই ঘটনায় আহত একজন। জানা গিয়েছে এদিন একটি চার চাকা গাড়ি ঘোষপুকুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বাইক চার চাকা গাড়ির পেছনে স্বজরে ধাক্কা মারে এবং দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই ঘটনায় আহত হয় বাইকে থাকা বাইক আরোহী। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উত্তরের দর্পণের উদ্যোগে রক্তদান এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উত্তরের দর্পণ এর উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়জন করা হয় ।শিলিগুড়িতে রক্তের সংকট মেটাতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন উত্তরের দর্পণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ের কাছে একটি ক্লাবের হল ঘরে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এদিন শুধু রক্তদান শিবিরই নয় এলাকার মানুষদের কথা মাথায় রেখে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করার পাশাপাশি শিলিগুড়ি বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সম্মান জানানো হয়। আজকের এই শিবিরে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন ডক্টর সন্দীপ সেনগুপ্ত সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।জানা গিয়েছে এদিনের শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির তেরাই লাইন্স ব্লাড ব্যাংকে।

১২ মাস জল কাদায় ভরে থাকে রাস্তা। নতুন পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়ায় এবার আশায় বাসিন্দারা

মালদা ঃ১২ মাস জল কাদায় ভরে থাকে রাস্তা। নতুন পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়ায় এবার আশায় বাসিন্দারা। এবার হয়তো দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। জল জমে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে কাদাময় হয়ে থাকে গোটা বছর। সে রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাদের। বারবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে পঞ্চায়েত ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। এবার নতুন পঞ্চায়েতে ভোট গঠন হয়েছে। ভোটের আগে আশ্বাস মিলেছে, রাস্তা মেরামতির। তাই নতুন পঞ্চায়েতের ভোট তৈরি হয় শীঘ্রই রাস্তা তৈরি হবে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। এমন এক ছবি ধরা পরল আমাদের ক্যামেরায় মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর থেকে গোপালপুর সহবোতটোলা এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে এরকমই জল কাদায় ভরে থাকে। সুখা মৌসুমে তাও চলাফেরা করা যায় কিন্তু বর্ষার মরশুমে কাদা ও জলের উপর দিয়ে চলাফেরা করা খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। রাস্তার মাঝে মাঝে রয়েছে বড় বড় গর্ত মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছোট থেকে বড় গাড়ি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন রাস্তা খারাপ জন্য এই এলাকায় পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক হয় না ।প্রতিদিনই প্রায় এই এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক চলাফেরা করে, এই গ্রামে এই রাস্তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না কেউ হলে তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে আনা হয়।। আমাদের প্রশ্ন আমাদের সরকার বলে দুয়ারে সরকার কিন্তু আমরা বলছি আমাদের সরকার দিয়েছে দুয়ারে কাদা ।

তবে রাস্তা যে খারাপ সে কথাটা স্বীকার করেছেন মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র তিনি জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এলাকার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে চার কোটি টাকা যা পাওয়া হয়েছিল তার বেশিরভাগটাই গোপালপুরের রাস্তার কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে তবে গোপালপুরের রাস্তার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

রাস্তা বিষয় নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি জানান সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ খালি প্রকল্প ঘোষণা করছেন কিন্তু সেই প্রকল্প গুলি বাস্তবায়িত সেভাবে হচ্ছে না গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির জেলা পরিষদ কে গ্রামের রাস্তাগুলি দেখার বিষয়। কিন্তু সেখানে দেখা হচ্ছে না। গ্রামের গঞ্জের রাস্তাগুলি দুর্বিশ র অবস্থায় রয়েছে। চারিধারে খালি দুর্নীতি হচ্ছে কাজের কাজ হচ্ছে না।

চা বাগানের শ্রমিক এবার তৃণমূল কংগ্রেসের চোপড়ার মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম

উত্তর দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের এমনই ছবি দেখা যাবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের শপথ নেওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখ মুখী হয়ে তিনি বলেন আমি দীর্ঘদিন থেকে চা বাগানের শ্রমিক কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের অনেক উন্নয়ন করেছেন এবং আমাকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি একটি চা গাছ যেইভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠে সেই ভাবেই গ্রাম পঞ্চায়েতের যত উন্নয়ন দরকার সমস্ত কিছুই আমি নিজে হাতে করবো।

এসএফআই অফিস ক্যাপচার মামলায় গ্রেফতার ৫ শীর্ষ সিপিএম নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি এসএফআই অফিস দখল কান্ডে ধৃত ৫ সিপিএমের শীর্ষ নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে রবিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরে বিশাল মিছিল করলেন বাম কর্মীরা। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা। এদিন তারা জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে মিছিল করে। মিছিল শেষে চা শ্রমিক দের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ঘটনায় সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য সমন পাঠক বলেন সেদিন নোটিশ দিয়ে SFI এর সদর দপ্তর দখল করতে এসেছিলো তৃনমূল। তারা হামলা চালায়।আমাদের কর্মীরা তা প্রতিরোধ করে। পার্টি অফিস দখল একটি ঘৃণ্য রাজনীতির পরিচয়। তৃনমূল তার ছাত্র সংগঠন কে কি এই জাতীয় শিক্ষা দিচ্ছে। এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর এই ঘটনায় যারা কোনও ভাবেই জড়িত নয় পুলিশ বেছে বেছে তাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো।আগামীকাল আদালতে ফের আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। যদি আগামীকাল এই ৫ নেতার জামিন না হয় তবে ফের বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আজ আমরা থানায় এসে পুলিশকে এই কথা জানিয়ে গেলাম।

রাজ মিস্ত্রির স্ত্রী পালিয়ে গেল কল মিস্ত্রির সঙ্গে!সালিশি সভায় স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী

মালদা ঃ রাজ মিস্ত্রির স্ত্রী পালিয়ে গেল কল মিস্ত্রীর সঙ্গে। অশ্রুভরা নয়নে স্ত্রী কে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী।জানা গেছে, হিন্দু শাস্ত্র মতে স্বপনা সিংহ ও মতিলাল সিংহ'র চার হাত এক হয়েছিল প্রায় ৮ বছর আগে।৮ বছর সংসার জীবন কাটানোর পর সেই স্ত্রী ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়েন প্রতিবেশী গ্রামের এক কল মিস্ত্রির সঙ্গে।এরপর তারা একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেমিক তাপস সিংহের হাত ধরে পালিয়ে যান স্বপনা সিংহ।দিল্লিতে এক মাস থাকার পর সপ্তাহ খানেক আগে নিজ এলাকায় তারা ফিরে আসেন।এরপর স্বামী মতিলাল সিংহ সালিশি সভায় দাঁড়িয়ে শনিবার রাতে প্রেমিকের হাতেই স্ত্রী স্বপনা কে তুলে দেন।এমনই ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রামে।স্বামী মতিলাল সিংহ পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রী।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গৌরিপুর গ্রামে।আজ থেকে প্রায় ৮ বছর আগে বিয়ে করে ছিলেন বিহারের আবাদপুর থানার লক্ষীটোলা গ্রামে স্বপনা সিংহ কে।বিয়ের পর তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়।যার বর্তমান বয়স ৫ বছর।কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওই যুবক লক্ষ্য করেন যে,তার স্ত্রী গোপনে কারো সাথে ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে,এরপর ফোনটি নিয়ে নেয় স্বামী।কিন্তু তাতেও তার স্ত্রীর ভালোবাসায় এতোটুকু ভাটা পড়েনি।নানা বিষয়ে অশান্তি লেগে থাকতো তাদের মধ্যে।পরে স্বামী জানতে পারেন প্রতিবেশী গ্রাম ভাটল দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা কল মিস্ত্রী তাপস সিংহের প্রেমে পড়েছে স্বপনা। মাঝেমধ্যেই দিদির বাড়ি যাওয়ার নাম করে প্রেমিক তাপসের সঙ্গে হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পার্কে আড্ডা দিত।বহুবার চেষ্টা করেও স্ত্রীকে দ্বিতীয় ভালোবাসা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি স্বামী।অবশেষে সংসারের শান্তির কথা ভেবে ৮ বছরের সংসার জীবনের ভালোবাসা ভুলে নিজের স্ত্রীকে সালিশি সভায় তার প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন।স্বামী মতিলাল সিংহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন স্বপনা কে নিয়ে তিনি আর ঘরসংসার করতে চান না।তাদের বিয়েতে মতিলালের কোনো আপত্তি নেই।তবে সরকারিভাবে এখনই মতিলাল কে ডিভোর্স দিতে রাজি হননি স্বপনা।আরো জানা গেছে,কল মিস্ত্রি তাপস সিংহ প্রায় ১৯ বছর আগে গ্রামেই ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন।তার বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী,এক ছেলে ও এক মেয়ে।অভাবের সংসারে দুই স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে চলবেন এখন সেটাই দেখার বাকি রয়েছে।

ধুপগুড়িতে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক দল গুলির প্রচারের ঝড়। ধুপগুড়িতে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রচারে এসেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সোমবার দুপুরে মতুয়া সংগঠনের তরফে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সেই র‍্যালিতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ধুপগুড়ি বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে শহরের নেতাজি পাড়া হয়ে একটি বেসরকারি ভবনে শেষ হয় র‍্যালিটি। প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দলের বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সকলেরই টিকিট পাওয়ার একটা আশা থাকে। টিকিট বিতরণ পর্যন্ত এরকমটা হবেই আবেগের মুখে স্বাভাবিক। এখন সব সমস্যা মিটে গেছে আমরা জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনে এবার বিজেপি ফের জয়লাভ করতে চলেছে বলে দাবি মন্ত্রীর।

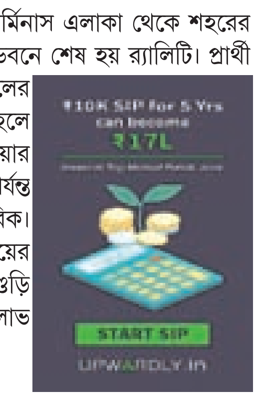

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লীতে এক মহিলার রহস্য মৃত্যু।খুন বলেই অনুমান প্রতিবেশী এবং স্থানীয়দের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লীতে এক মহিলার রহস্য মৃত্যু।খুন বলেই অনুমান প্রতিবেশী এবং স্থানীয়দের।জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সোমা সরকার।তার বয়স ৫১ বছর।বুটিকের ব্যবসা ছিল মহিলার।অরবিন্দপল্লী তিনি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন।মেয়ে মাটিগাড়ায় থাকেন।শুক্রবার সকাল থেকেই মহিলা ফোন ধরছিলেন না।এরপর প্রতিবেশী আরেক মহিলাকে ফোন করেন তার মেয়ে।তিনি যখন ফ্ল্যাটে যান দেখেন ফ্ল্যাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল।দরজা খুলেই ভেতরে যেতেই মহিলার দেহ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন।ঘটনার পরই মাটিগাড়া থেকে মহিলার মেয়ে ও পরিচিতরা পৌঁছায়।খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়।প্রাথমিকভাবে মহিলাকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।পুলিশের তরফে ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে।মহিলার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পথে নামলো বিজেপির ৪ নং মন্ডল কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র এবং বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পথে নামলো বিজেপির ৪ নং মন্ডল কমিটি। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযানের ডাক দেয় বিজেপির ৪ নং মণ্ডল কমিটি। এদিন মিছিল করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে ঢুকতে চাইলে পুলিশ তাদের প্রধান গেটেই আটকে দেয়। এরপর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়।পরে বিজেপির ৪ নং মন্ডল কমিটির একটি প্রতিনিধি দল তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয় পুরনিগমে। এদিন বিজেপির ৪ নং মন্ডল এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দল নেতা অমিত জৈন।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন মধ্য শান্তিনগর এলাকার বিপুল মোড়ের কাছে একটি ফাঁকা জমিতে মাটির নীচে পুঁতে রাখা বস্তাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন মধ্য শান্তিনগর এলাকার বিপুল মোড়ের কাছে একটি ফাঁকা জমিতে মাটির নীচে পুঁতে রাখা বস্তাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।যার জন্য সেই জায়গায় রাতভর পাহাড়া দেয় পুলিশ।শনিবার সকালে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল রহস্য।জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে ৩-৪ জন যুবককে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল।এরপরই এলাকাবাসীদের সন্দেহ হয়।পরে খবর দেওয়া হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে।পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত করে।তবে রাত হওয়ার কারণে মাটি খোঁড়ার কাজ করা হয়নি।এরপর শনিবার সকালে রাজগঞ্জের বিডিও ও আশিঘর ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে সেখানকার মাটি খোঁড়া হয়।মাটি খুঁড়তেই উদ্ধার হয় একটি কুকুরের মৃতদেহ।

আধ পেট খেয়েও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ফুটবল মাঠে, ভয় দেখায় শুধু অর্থ!

জলপাইগুড়ি ঃ এরই নাম লড়াই, চা বাগানের আধপেটা খাওয়া কবিতা তীর্কি পাড়ি দিলো মহিলা ফুটবলের জাতীয় দলের ট্রায়ালে দিল্লী। ছোটো বেলায় চা শ্রমিক বাবা উৎসাহ দিতেন ফুটবল খেলার জন্য, তবে ঈশ্বরের ডাকে কবিতাকে লড়াইয়ের ময়দানে রেখে তিনি পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে। আজও যখন চা বাগানের ফাঁকা জায়গায় কোচ অমিত স্যারের কাছে ফুটবলের তালিম নেয় কবিতা মনে হয় বাবা সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে দেখছে মেয়ের ফুটবল খেলা। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ১০ নম্বর শ্রমিক লাইনের বাসিন্দা কবিতা তীর্কি এবার ডাক পেয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে।যদিও এর আগেও এ আই এফ এফ ডেকে ছিলো এই আদিবাসী খুদে ফুটবল খেলোয়াড় কে, তবে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিলো অর্থের অভাবে।এবার কোচ অমিত রায় এবং ফুটবলে হাতেখড়ি দেওয়া নির্মলা কোচিং ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে জোগাড় করছে অর্থ। এই প্রসঙ্গে কোচ অমিত স্যার বলেন, এমন একটি চা বাগান থেকে একজন ইন্ডিয়ান ফুটবলের প্রিমিয়ার লীগে খেলার জন্য ট্রায়াল ক্যাম্পে গেলো এটাই অনেক আনন্দের বিষয়, তবে আর্থিক ভাবে আমরা খুবই দূর্বল সেই কারণে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ রাখছি।বাবার স্বপ্ন পূরণের দৌড়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ফুটবলার কবিতা তীর্কি বলে, বাবা আজ নেই, মা চা বাগানে কাজ করে যে হাজিরা পায় তাই দিয়েই চলে আমাদের, অমিত স্যারের কাছে ফুটবল খেলা শিখছি এবার দিল্লী যাচ্ছি মহিলা ফুটবল দলের ট্রায়াল ক্যাম্পে। কবিতার এই লড়াইয়ে আরেক সেনাপতি গর্ভধারিনি সিলবিনা ওরাও, চা বাগানের দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরিতে সংসার চালিয়ে মেয়েকে ফুটবলার তৈরীর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি প্রকল্পের প্রায় দু কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান সমেত ৩

মালদা একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় দু কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে মালদার গাজোলের বৈরগাছি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান সুবোধ সরকারকে গ্রেফতার করল রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা (এন্টি করাপশন ব্যুরো)।একইসঙ্গে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট শোভেন রায় এবং নির্মাণ সহায়ক অপূর্ব বারুইকেও পাকড়াও করেছেন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের অবৈধভাবে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, হাইকোর্টে দায়ের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে গাজোলে আসেন দুর্নীতি দমন শাখার ১০ সদস্যের একটি টিম। শুক্রবার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, বৈরগাছি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুবোধ সরকার সহ পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্পের প্রায় ২ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই কয়েকজন বাসিন্দা। মামলা করার পরই একজন মামলাকারীর দাদাকে খুনের অভিযোগও উঠেছিল প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে। সেই মামলার প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন শাখা অভিযুক্তদের গ্রেফতার করায় খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছেন অভিযোগকারীরা ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে কয়েক কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে কয়েক কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ।ধৃতের নাম পবিত্র রায়।ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।জানা গিয়েছে, বাগডোগরার রাঙাপানির এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন পবিত্র রায়।সেখানে শতাধিক মানুষ নিজেদের টাকা জমা রেখেছিলেন।অভিযোগ, গ্রাহকদের টাকা জমা দেওয়ার রশিদ না দিয়ে ভুল বুঝিয়ে সাদা কাগজের রশিদ দিতেন পবিত্র রায়।এমনকি ফিক্সড ডিপোজিট এর ক্ষেত্রে ভুয়ো কাগজ তৈরি করে তা গ্রাহকদের হাতে তুলে দিতেন অভিযুক্ত।এরপর কিছুদিন গ্রাহক সেবা কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয় গ্রাহকদের।মূল ব্রাঞ্চে গিয়ে খোঁজ করে গ্রাহকরা জানতে পারেন, পবিত্র রায় নামে ওই ব্যক্তি গা ঢাকা দিয়েছেন। এরপর টানা কয়েকদিন বিক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রাহকরা । অবশেষে শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে অভিযুক্ত পবিত্র রায়কে গ্রেপ্তার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ডাবগ্রাম ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবনগর এলাকায় হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বেশ কয়েকটি বাড়ি

শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবনগর এলাকায় হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বেশ কয়েকটি বাড়ি। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি দোকান। ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতে। জানা গিয়েছে একটি দাঁতাল হাতি ওই এলাকায় এসে তাণ্ডব চালায়। জানা গিয়েছে হাতিটি ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ এর আগেও ওই এলাকায় হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একাধিক বাড়ি তবে বিষয়টি বারবার বনদপ্তরকে জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি।

পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র কর্মসূচি সারলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র কর্মসূচি সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ জানান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা। তিনি জানান ওই ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এর আগেও তিনি টক টু মেয়র কর্মসূচিতে ফোন মারফত অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তখন সেখানে একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল। কিন্তু জলে আয়রনের পরিমান বেশি থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে অস্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জলের ট্যাংক পাঠানো হবে বলে জানান মেয়র। এছাড়াও আরো নানান অভিযোগ ওঠে আসে।

শহীদ সেনা জওয়ানের সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়

জলপাইগুড়ি ঃ শহীদ সেনা জওয়ান জগন্নাথ রায়ের সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়।বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর শুক্রবার সকালবেলা উঠেই তিনি চলে যান ধূপগুড়ি শহর থেকে জুড়াপানি এলাকার আদিবাড়িতে। সেখানে শ্বাশুড়ির সাথে দেখা করে তাকে প্রণাম করার পর তাকে সাথে নিয়ে জগন্নাথ রায়ের সমাধি স্থানে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেন শ্বাশুড়ি বৌমা। এরপর গ্রামেরই একটি কালীমন্দিরেও তিনি পূজা দেন। সেই সাথে ঐ এলাকাতেই প্রাথমিক পর্যায়ের ভোট প্রচার শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে আসেন ধূপগুড়ি মায়ের থান মন্দিরে। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর ধূপগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোট প্রচার করেন। প্রচার করার পর ধূপগুড়ি থেকে সোজা চলে যান গাদং ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে তিনি বিজেপি নেতৃত্বের সাথে দেখা করেন এবং কথা বলেন তাদের সাথে। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা আগুন রায়, ধূপগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর কৃষ্ণদেব রায়, বিজেপির ধূপগুড়ির কনভেনার চন্দন দত্ত প্রমুখ।ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ভোটপ্রচারে আসছেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের তাবড় তাবড় নেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এমনকি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও রুদ্রনীল ঘোষরা। ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচন বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি পুরসভা নিয়ে হবে।একটি পুরসভা সহ বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটপ্রচারে আসছেন বিজেপির চল্লিশজন নেতা মন্ত্রী যা নজিরবিহীন।বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলও প্রচারে কোন অংশ পিছিয়ে নেই, তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচার আসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরো ৩৫ জন তাবড় তাবড় বিধায়ক, সাংসদ, অভিনেতা ও অভিনেত্রী।ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনকে পাখির চোখ করেই দেখছেন সমস্ত রাজনৈতিক দল এটা বলাই যায়। কারণ এই নির্বাচনে যে জিতবে ধূপগুড়ি পুরসভা সেই রাজনৈতিক দলের দখলে যাবেই বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

শিলিগুড়ি শক্তিগড় এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা। ঘটনা স্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শক্তিগড় এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা। ঘটনা স্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি শক্তি গড় এলাকায় উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের সামনে কয়েক জন যুবক মদের আসর বসেন সেই নিয়ে ঝামেলা দুই পক্ষের মধ্যে। জানা কয়েক দিন ধরে শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘের সামনে রাত হলে কয়েক জন যুবক নেশা আসর নিয়ে বসে।এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার অভিযোগ করলে। সেই যুবক রা পিছু হাটে না। এরপর ওই এলাকায় বেশ কিছু যুবক শুক্রবার রাতে তাদের উপর চরায় হয়।এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।এই উত্তেজনার ফলে একটি বাইক ভাঙচুর করা হয়।যখন এই ঘটনা ঘটে সেই সময় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উইনার্স বাহিনী উপস্থিত ছিলেন। তারই সেই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাধ মিটায়।এর পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনি এবং বেশ কিছু যুবক কে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয় হয়। পর্বত তি তে যানা যায় যেই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির হয় তারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক।

তৃনমূল পরিচালিত রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের গড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ও মহেন্দ্রপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ বোর্ড গঠন হতে চলেছে

মালদাঃ তৃনমূল পরিচালিত রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের গড়ে হরিশচন্দ্রপুর ও মহেন্দ্রপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ বোর্ড গঠন হতে চলেছে।সকাল থেকেই কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে।জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।কার দখলে যাবে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত আপডেট পেতে হলে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে।২০ আসন বিশিষ্ট মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃনমূল পেয়েছে ৯ টি, সিপিআইএম পেয়েছে ৫ টি,কংগ্রেস পেয়েছে ৫ টি ও নির্দল পেয়েছে ১ টি আসন।বাম কংগ্রেস জোটকে সমর্থন করেছে নির্দল।অপরদিকে ৩০ আসন বিশিষ্ট হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃনমূল পেয়েছে ১২ টি, বিজেপি পেয়েছে ৬ টি, সিপিআইএম পেয়েছে ৪ টি, কংগ্রেস পেয়েছে ৭ টি ও নির্দল পেয়েছে ১ টি আসন।বাম কংগ্রেস জোটকে সমর্থন করেছে বিজেপি ও নির্দল।উল্লেখ্য,চলতি মাসের ১২ তারিখ ছিল হরিশ্চন্দ্রপুর ও মহেন্দ্রপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া।পুলিশ ফোর্সের অভাব দেখিয়ে স্থগিত করে দেন প্রশাসন।আজ পুনরায় ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হতে চলেছে।

প্রায় দুমাস পেরিয়ে গেলেও এখন অব্দি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হীন অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে নানান সমস্যার মধ্যে সম্মুখীন হতে হচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

মালদা প্রায় দুমাস পেরিয়ে গেলেও এখন অব্দি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হীন অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে নানান সমস্যার মধ্যে সম্মুখীন হতে হচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বাইরে আগস্ট থেকে স্নাতক এ নয়া শিক্ষানীতি তে পঠন পাঠন চালু হয়েছে। যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপাচার্যের অনুমোদন প্রযোজন এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় দৈনন্দিন কাজকর্ম বিশেষ করে কোন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার নির্ধারিত সময় থেকে পঠন পাঠন সব ক্ষেত্রেই উপাচার্যের সিদ্ধান্ত জরুরী। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সংঘাতের আবহে উপাচার্য্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১ জুন ২০২৩ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই উচ্চ শিক্ষা দপ্তর পক্ষ থেকে উপাচার্য পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কাউকে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও ডেপুটি রেজিস্টার তারাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে। উপাচার্য না থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতেও পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে অনিশ্চয়তা দাঁড়িয়েছে।চিন্তার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী।পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা জানাচ্ছেন যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দুটি হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন কয়েক মাস আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন কিন্তু আজকে হোস্টেলের ভবন তৈরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু এখনো হোস্টেল চালানো হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে।হোস্টেল পরিষেবা দ্রুত চালু হওয়ার বিষয়ক দাবি জানাচ্ছেন ছাত্র ছাত্রীরা পাশাপাশি দ্রুত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করুক সে বিষয়ে তারা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।যদিও এই বিষয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার রাজিব পতিতুন্ডী জানান ১ জুন থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নেই তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঠন ভালোভাবেই চলছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে যেসব কাজে অনুমোদন দরকার যেখানে উপাচার্যের উপস্থিতি খুবই দরকার সেসব কাজগুলি আপাতত করা হচ্ছে না বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ও ছাত্রদের হোস্টেল ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে আমরা আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই হোস্টেল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। তবে যাদবপুরের যে র‍্যাগিং এর বিষয়টি সামনে এসেছে এটি খুব দুঃখজনক ঘটনা । তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টি রেগিং কমিটি রয়েছে যেহেতু আমাদের এখানে হোস্টেল পরিষেবা এখনো চালু হয়নি সে ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগিং এর কোন বিষয় নেই। হোস্টেল পরিষেবা চালু হলে রানিং এর বিষয়টি আমরা মাথায় রাখবো। আমাদের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে আরও বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি নেই তবে উপাচার্য দায়িত্ব নিলে হয়তো সে সব জায়গাতেও সিসিটিভি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।।মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায় জানান দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই। বিষয়টি রাজ্যপাল জানেন তিনি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আটকে রেখেছেন রাজ্যপাল কে আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই বলেই আমাদের হোস্টেল পরিষেবাটি চালু হচ্ছে না।এ বিষয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা যুব মোর্চার সভাপতি রাজিব চম্পটি জানান বিশ্ববিদ্যালয় এ উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রী রা খুব সমস্যায় পড়েছে। হোস্টেল এখনো অব্দি চালু করতে পারল না। আমাদের দাবি অবিলম্বে উপাচার্য এবং হোস্টেল পরিষেবা চালু হোক।।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার গীতা মোর পেট্রোল পাম্প সংনগ্লো এলাকায়

মালদাঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার গীতা মোর পেট্রোল পাম্প সংনগ্লো এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত মহিলার নাম সরজনী চৌধুরী (৫০) বাড়ি ইংলিশ বাজার থানার কাকমারি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজ বাজার থানার গীতা মোড় পেট্রোল পাম্প এলাকায়। প্রত্যক্ষ দর্শিরা জানান ওই মহিলা রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় অমৃতির দিক থেকে আশা কালিয়াচক এর দিকে যাবার পথে গিতা মোর পেট্রোল পাম্প এর কাছে দশ চাকার লড়িতে পিশে দেয়, ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। ঘটনাস্থলে পৌঁছাই পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পাইকপাড়াতে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পাইকপাড়াতে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুবোধ মন্ডল(৪৩)। সে পাইপপাড়া এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে যে এদিন ওই ব্যক্তি অসুস্থ বোধ করলে তরীঘরী স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

মন্ত্রীর খাসতালুকে জোড়া পঞ্চায়েত দখল জোটের

মালদা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জোটের দখলে। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও হাতছাড়া হল তৃণমূলের। কংগ্রেস,সিপিএম এবং বিজেপি হাত মিলিয়ে দখল নিল হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের।কার্যত সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকেই ধরশায়ী তৃণমূল।৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬ টি ই বিরোধীদের দখলে।স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ধরে রাখতে পারলো না তৃণমূল।বন্যাত্রাণ দুর্নীতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরের সরকারি প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ল ভোটব্যাঙ্কে।এমনটাই দাবি জোটের।শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল। এর আগে নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে এই দুইটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করে রাখে প্রশাসন।তাই শনিবার সকাল থেকেই কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বর। মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বাড়ি। আর সেই পঞ্চায়েতও এবার হাতছাড়া হল তৃণমূলের। ২০ টি আসন বিশিষ্ট মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল জিতেছিল ৯ টি আসনে এবং জোটের দখলে ছিল ১০ টি । ১ টিতে জিতেছিল নির্দল। সিপিএম, কংগ্রেস জোটের দখলেই গেল মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সিপিআইএম থেকে প্রধান হয়েছেন মৌসুমী দাস ও উপপ্রধান জুল্লু রহমান।তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস।অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও মন্ত্রীর গড়। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে বিপরীত দিকে মন্ত্রীর দলীয় কার্যালয়। আর সেখানেও উলট পুরান। কংগ্রেস সিপিআইএম ও বিজেপি একসাথে হাত ধরে পঞ্চায়েত দখল করল হরিশ্চন্দ্রপুরে।কংগ্রেস থেকে প্রধান পদে নির্বাচিত হয় আজিজা ও বিজেপি থেকে উপপ্রধান পদে নির্বাচন হন অজয় পাসমান।৩০ টি আসন বিশিষ্ট হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল জিতেছিল ১২ টি আসনে। কংগ্রেস,সিপিআইএম জোটের দখলে গিয়েছিল ১২টি। অন্যদিকে বিজেপির দখলে ছিল ৬ টি।কংগ্রেস সিপিআইএম জোটকে সমর্থন করে বিজেপি। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকে তৃণমূলের এই বিপর্যয় নিয়ে মন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে।

মালদহে প্রধানের বাড়িতে অস্ত্র হাতে হামলা ভাঙচুর নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ

মালদা ঃ মালদহে প্রধানের বাড়িতে অস্ত্র হাতে হামলা ভাঙচুর নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ।টসে জিতে প্রধান হয় কংগ্রেসের। আর এরপর থেকেই প্রধানের বাড়িতে স্বসস্ত্র অস্ত্র হাতে প্রধানের বাড়িতে হামলা চালায় শাসক দল বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। প্রশাসনকে জানিয়ে কোন লাভ না হওয়ায় নিরাপত্তার দাবিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে প্রধান সহ তার পরিবার। ঘটনাটি মালদহের কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রামপঞ্চায়েতে। আতঙ্কে পালিয়ে রয়েছে ওই পরিবার।উল্লেখ্য আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২৪টি এর মধ্যে ১২টি করে আসন দখল করেছে তৃণমুল কংগ্রেস ও কংগ্রেস।ফলে প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী টস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কংগ্রেস টসে জেতে।প্রধান হয় কংগ্রেসের সদ্য জয়ী প্রার্থী রায়েশা বিবি। প্রধান ঘটনের দিন গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু হয় হাতাহাতি শাসক দলের সাথে। রাতে সেই পরিস্তিথি আরও ভয়ানক আকার ধারন করে। ধারালো অস্ত্র হাতে প্রধানের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানো হয়। বন্ধ হয়ে বাড়ির সঙ্গে থাকা স্টল কারখানা। দীয়া হুমকি। এরপর থেকে কার্যত বাড়ি ছাড়া প্রধান সহ তার পরিবার। এদিকে এই ঘটনার পর নিরাপত্তার দাবি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই পরিবার।প্রধানের স্বামী মোহিদুর মোমিন বলেন, প্রধান গঠনের দিন থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হয়। এরপরে আমার কারখানাতে রাতের অন্ধকারে ভাংচুর চালায় শাসক দলের গুন্ডা বাহিনী। যার ফলে আমরা আতঙ্কে অন্য জায়গায় সরে রয়েছি। সেই কারণে নিরাপত্তার দাবিতে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। যাতে আমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সাদেমান খান জানান,বোর্ড গঠনের দিন থেকেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রধানের স্বামীর কারখানায় ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। সেই কারণেই আমরা তাদের নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। যাতে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বলেন, মালদা জেলায় নির্বাচন পরবর্তী যে গোলমাল হয়েছে, নির্বাচনের আগেও যে গোলমাল হয়েছে। সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে একত্রিত হয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কালিয়াচকের এই ঘটনা আমার জানা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস বাড়ি ঘরে হামলা চালানোর কালচারে বিশ্বাস করে না।

আলিপুরদুয়ারে চা বাগানে খাঁচাবন্দী হলো পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার আটিয়াবাড়ি চা বাগানে শনিবার বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় খাঁচা বন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ।স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চা বাগানের বাসিন্দারা। এদিন বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী চিতাবাঘটিকে দেখে বনদপ্তরকে খবর দেন স্থানীয়রা। এরপর নিমতি রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে খাঁচাবন্দী চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া নিয়ে যান। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেটিকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য এবছর এখনও পর্যন্ত আটিয়াবাড়ি চা বাগান থেকে দুটি চিতাবাঘ খাচাবন্দি হলো।

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে গিয়ে কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে কথা বললেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। মূলত কতোদিন ধরে রোগী জ্বরে ভুগছিল তা শোনেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।পৌরকর্মীদের নির্দেশ দেন ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়ির চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি পরিবারের সকলকে ডেঙ্গু টেস্ট করানোর। একই সাথে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ জানান কেউ যাতে ড্রেনের মধ্যে প্লাস্টিক আবর্জনা না ফেলেন।নাগরিকরা পৌরসভা কে সাহায্য না করলে পৌরসভার পক্ষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

সম্পাদকীয়

ইসরায়েলের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করায় মন্ত্রিত্ব গেল

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করায় লিবিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের খবর পাওয়ার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাজলা মাংগোসকে বরখাস্ত করার ঘোষণা দেন লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী। সেইসাথে ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত সপ্তাহে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন লিবিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাজলা মাংগোসের সাথে সাক্ষাত করেন। লিবিয়ার সাথে ইসরায়েলের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তবে বরখাস্ত হওয়া নাজলা মাংগোস অবশ্য এই সাক্ষাতের

বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, ''ইটালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে, অনানুষ্ঠিকভাবে দেখা হয়েছিল।'' তবে ইসরায়েল সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেই সাক্ষাতে সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং লিবিয়ায় হওয়া ছোটখাট প্রতিবাদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় জানায়, এই সাক্ষাতে কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা বা কোনো চুক্তি হয়নি। যদিও ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''দুই দেশের সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে আমি লিবিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি।'' তার দাবি, ইটালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তনিও তায়ানির সহয়োগিতায় সাক্ষাতটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টি ছাড়াও ইসরায়েলের মানবিক সহায়তা এবং পানিব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়া লিবিয়ায় ইহুদি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে চলা সংঘাত ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আফিকার দেশ লিবিয়ার পররাষ্ট্রনীতি জটিল পরিস্থিতিতে রয়েছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দেশটিতে ২০২১ সালে ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার গঠিত হয়। কিন্তু দেশটির পূর্বঞ্চলীয় পার্লামেন্টে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার আগে তুরস্কের সাথে জাতিসংঘ সমর্থিত এই সরকারের করা চুক্তির বিষয়টিও সেই পার্লামেন্টে প্রত্যাখ্যাত হয়।

রাশিয়ার ৪টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করলো ইউক্রেন

ইউক্রেন বলছে, তারা রবিবার ৪টি রুশ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। তবে কোথায় এই হামলা হয়েছে, তা জানানো হয়নি।

শনিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার দৈনিক বক্তব্যে বলেন, আগস্টের শেষ শনিবারটি প্রথাগতভাবে ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিক ও উড্ডয়ন খাত সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মীরা ছুটি হিসেবে উদযাপন করেন।

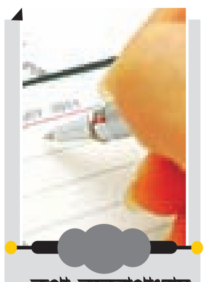

রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক

তিনি বলেন, এ বছর ইউক্রেনে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর নতুন পর্যায়ের উড্ডয়ন দেখা যাবে, আমাদের আকাশে এফ-সিক্সটিন (জঙ্গিবিমান) আবির্ভূত হবে।

এছাড়াও, জেলেনস্কি ঝিতোমির অঞ্চলের আকাশে নিহত ৩ বৈমানিককে স্মরণ করেন। নিহতদের অন্যতম ছিলেন আন্দ্রেই পিলশ্চিকভ। প্রেসিডেন্ট জানান, তার কল সাইন ছিল জ্যুস। তিনি ছিলেন একজন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা, তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি আমাদের দেশকে অনেক সহায়তা করেছেন। অনেক, বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট জানান,

এখনো বৈমানিকরা কীভাবে মারা গেলেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলার সময় আসেনি।

রুশ বাহিনী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর কুপিয়ানস্কের কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরতলী পোদোলির একটি ক্যাফের ওপর শেলবর্ষণ করেছে। শনিবারের এই হামলায় ২ বেসামরিক ব্যক্তি নিহত ও ১ জন আহত হন।

এসব হামলায় আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, রাশিয়া হয়তোবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ফ্রন্টলাইনের শহরগুলোর দখল ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে। ইউক্রেনীয় বাহিনী জানিয়েছে, এসব অঞ্চলে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়েছে তবে রাশিয়া এখনো তাদের প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেদ করতে পারেনি।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার ইউক্রেন সংক্রান্ত দৈনিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলেছে, এ অঞ্চলে রাশিয়ার সম্ভাব্য লক্ষ্য হতে পারে, পশ্চিম দিকে অসকিল নদীর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং লুহানস্ক ওবলাস্টের চারপাশ ঘিরে একটি বাফার জোন তৈরি করা।

২০২২ এর আগ্রাসনের শুরুর দিকে রাশিয়া কুপিয়ানস্ক শহরের দখল করে নেয়। যুদ্ধ শুরুর আগে এই শহরে প্রায় ২৭ হাজার মানুষ বসবাস করতেন। সেপ্টেম্বরে এক ঝটিকা অভিযানে ইউক্রেনীয় সেনারা এই শহর পুনর্দখল করে নেয় যা ছিলো মস্কোর জন্য একটা বিব্রতকর ঘটনা।

ফ্রান্সের স্কুলে নিষিদ্ধ হচ্ছে আবায়া

আবায়া হলো পুরো শরীর ঢাকা ঢিলেঢালা পোশাক, যা ফ্রান্সের স্কুলেও মুসলিম মেয়েরা পরেন। আবায়া নিষিদ্ধ করছে শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষাবিভাগের বক্তব্য, স্কুলে এমন কোনো পোশাক পরা ঠিক নয়, যা দেখে ধর্মীয় পরিচয় জানা যায়। রোববার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী একটি সাক্ষাৎকারে আবায়া নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''যখন কেউ ক্লাসে ঢুকছে, তখন পোশাক দেখে তাদের ধর্ম জেনে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।''

গত ২০০৪ সালে ফ্রান্সের স্কুলের পোশাকে ধর্মীয় প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। তবে সেসময় আবায়া নিয়ে কিছু বলা হয়নি। গত নভেম্বরে শিক্ষামন্ত্রণালয় একটি সার্কুলার জারি করে। সেখানে বলা হয়েছিল, আবায়াসহ কিছু ধর্মীয় পোশাক যদি এমনভাবে পরা হয়, যাতে পড়ুয়ারা কোন ধর্মের তা চিহ্নিত করা যায়, তবে তা নিষিদ্ধ করা হতে পারে।

২০২০ সালে চেচেনরা ফ্রান্সে এক শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা করার পর আবার আবায়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

শিক্ষক ইউনিয়নের নেতা ব্রুনো এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে

বলেছেন, ''আগে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। এখন একেবারে স্পষ্ট। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।'' দক্ষিণপন্থি বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির নেতা এরিক সিয়োতো জানিয়েছেন, তারা আগে বহুবার স্কুলে আবায়া নিষিদ্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে ফ্রান্সের বামপন্থি দলের নেত্রী এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছেন, সরকার পোশাক-পুলিশের ভূমিকা নিতে পারে না।

ঝাপোরিজ্‌ঝিয়াতে আরো এগোলো ইউক্রেনের সেনা

ইউক্রেনের দাবি, তারা ঝাপোরিজ্‌ঝিয়াতে রুশ সেনার কাছ থেকে রোবোটাইন দখল করে নিয়েছে এবং আরো এগিয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ ঝাপোরিজ্‌ঝিয়াতে তারা রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে এগোতে সক্ষম হয়েছেন। তারা এবার মোভোপ্রোকোপিভকা দখল করতে চাইছে।

ইউক্রেনের এই দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। তবে সমর বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইউক্রেন আবার রোবোটাইন দখল করতে পেরেছে।

এর আগে ইউক্রেনের সেনা টোকমাক শহর দখল করে আরো এগিয়ে মেলিটিপোলও দখল করেছিল। ইউক্রেন চাইছে, ক্রাইমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংযোগ ছিন্ন করে দিতে।

রাশিয়া জানিয়েছে, শনিবার রাতে মস্কো ও অন্যান্য জায়গায় ড্রোন হামলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই সব ড্রোনগুলি ধ্বংস করা হয়েছে।

সংবাদসংস্থা তাস জানিয়েছে, মস্কোর বিমানবন্দরগুলি কিছুক্ষণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। ইউক্রেন সীমান্তেও বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছিল।

মস্কোর মেয়র জানিয়েছেন, ক্রেমলিন থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ড্রোনগুলি ছিল। সেগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

ইউক্রেনের সীমান্তের গ্রাম কুপিনোতেও ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে রাশিয়া দাবি করেছে। বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে রাশিয়ার তদন্ত রিপোর্ট সামনে এল। সেখানে বলা হয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় প্রিগোঝিন মারা গেছেন।

তদন্তকারী দল জানিয়েছে, মৃত দশজনের ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে। তার থেকেই বোঝা গেছে, মৃতদের মধ্যে বেসামরিক বাহিনী ভাগনার-এর প্রধান প্রিগোঝিনও ছিলেন।এছাড়া ভাগনার বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দিমিত্রি উতকিনও বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে জানানো হয়েছে।

সাময়িকী

ব্রিকসের সম্প্রসারণে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিকসে আরও ছয়টি দেশকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ব্রিকসের এমন সম্প্রসারণ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান বলেছেন, ব্রিকস যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কারণ, তাদের স্বার্থের মধ্যে অনেক ভিন্নতা আছে। মার্কিন

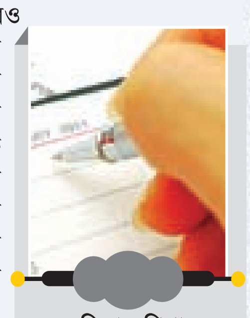

অলিভার পিপার
কলামিস্ট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র 'আমাদের অংশীদার এবং দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুমাত্রিক মিত্রদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে... যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে, বিভিন্ন দেশ তাদের ইচ্ছামতো অংশীদার এবং গ্রুপ বেছে নিতে পারে।''

কদিন পর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি-টোয়েঃন্টির শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিকসের বর্তমান পাঁচটি দেশ এই গোষ্ঠীর সদস্য। এছাড়া ব্রিকসের সদস্য হতে যাওয়া নতুন দেশগুলোর মধ্যে আর্জেন্টিনা ও সৌদি আরবও জি-টোয়েন্টির সদস্য। হোয়াইট হাউস বলছে, পশ্চিমা দেশগুলো নতুন দিল্লির বৈঠকে 'শক্তিশালী ফলাফল' আশা করছে, যা জি-টোয়েন্টির ভূমিকাকে 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম' হিসাবে তুলে ধরবে। ব্রিকসের নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পশ্চিমা অনেক দেশ। । তবে তারা হয়ত নিজেদের মধ্যে অন্যরকম চিন্তা করে থাকতে পারে, বলে মনে করছে পশ্চিমা কয়েকটি গণমাধ্যম। যেমন নরওয়ের আফটেনপস্টেন সংবাদপত্র লিখেছে, ব্রিকস 'স্বৈরাচারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের একটি বৈশ্বিক ক্লাবে পরিণত হয়েছে, যার প্রধান হচ্ছে চীন এবং রাশিয়া।'' এসব দেশের মানুষের আরও ভালো কিছু প্রাপ্য বলেও মন্তব্য করেছে পত্রিকাটি। নেদারল্যান্ডসের এনআরসি সংবাদপত্র মনে করছে, ''আসলে, শেষ পর্যন্ত, শুধুমাত্র আর্জেন্টিনা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যা চীনের জন্য একটি ধাক্কা।'' দক্ষিণ আফ্রিকা জোর দিয়ে বলেছে যে, ব্রিকসকে পশ্চিমা বিরোধী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দেখা 'সম্পূর্ণ ভুল'। ''গ্রুপটি এখনও জি-সেভেন এর বিকল্প নয়, যেমনটা চীন একে দেখতে চায়,'' লিখেছে এনআরসি।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বলেছেন, ব্রিকসের সম্প্রসারণ বড় কোনো বিষয় নয়। ২০২৩ সালে এসে একটি দেশ অন্য কোথাও মিত্র খুঁজবে সেটিই স্বাভাবিক, বলে মনে করেন তিনি। ''বর্তমান সময়ে প্রতিটি দেশ সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন,'' বলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''প্রত্যেক দেশকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে : কোন অংশীদারিত্ব তার নিজস্ব মূল্যবোধ এবং স্বার্থের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত? দীর্ঘমেয়াদে কোনটি এর জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী?''

ব্রিকস দেশগুলোর সম্মেলনকে একটি সমস্যা হিসাবে দেখছে জার্মানির কিছু গণমাধ্যম। তবে বেয়ারবক এর সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা ওএসসিই এবং জি-টোয়েন্টিরও তাদের সদস্য বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে ইউরোপীয় সংসদে সবুজ দলের (বেয়ারবকের দল) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কো-অর্ডিনেটর রাইনহার্ড ব্যুটিকোফার বলেন, ''ব্রিকস সম্প্রসারণের কারণে এই গ্রুপের চরিত্র বদলে যাবে। চীনের আধিপত্য বাড়বে এবং ব্রিকস একটি স্পষ্ট কর্তৃত্ববাদী গ্রুপে পরিণত হবে।'' ইইউ একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে বলেও মনে করছেন তিনি। ''ইউরোপ যে দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায্য অংশীদার হতে চায়, তা প্রমাণ করার জন্য অনেক বছর নেই,'' বলেন ব্যুটিকোফার। ''যদি আমরা সফল না হই, তাহলে এই দেশগুলোর অনেকে ব্রিকসের দিকে ঝুঁকতে পারে,'' বলে সতর্ক করে দেন তিনি।

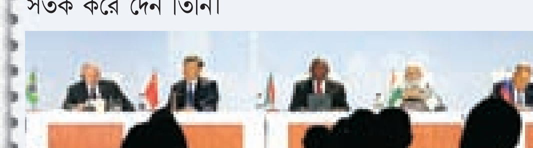

জানা অজানা

নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চায় সহায়তা করবে সুষ্ঠু নির্বাচন ঃসারাহ কুক

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেছেন, তার দেশ, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে উৎসাহিত করছে। রবিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল-এর সঙ্গে বৈঠক শেষে ব্রিটিশ হাইকমিশনার কুক সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

সারাহ কুক বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তিনি জানান, আমাদের আলোচনার শুরুটা খুব গঠনমূলক ছিলো। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার জানান, বৈঠকে তারা নির্বাচনের সময় স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) চলতি বছরের ডিসেম্বর বা আগামী বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বেশি না খোঁচালেই কান ভালো থাকে

কিয়র্স্টিন শুমান

তবে প্রচলিত অনেক ভুল ধারণা কানের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মানলেই কান ভালো রাখা সম্ভব। কান পরিস্কারের জন্য অনেক মানুষই কটন ইয়ার বাড ব্যবহার করেন। এভাবেই কানের গভীরের অংশ ভালো করে পরিস্কার করা যায় বলে একটা ধারণা চালু আছে। তবে সেটা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ ইয়ার বাড আসলে কানের খোল আরও গভীরে ঠেলে দেয়। আরও চাপের মুখে খোল ঘন হয়ে কান ভরিয়ে দেয়। তাছাড়া আঘাতের আশঙ্কাও থেকে যায়। বার্লিনের ইএনটি ডাক্তার ড. হেনরিকে গেয়ার্টনার বলেন, ''এক রোগীর কথা আমার মনে পড়ে। তিনি ইয়ার বাড ব্যবহার করছিলেন। ঠিক তখনই কেউ বাথরুমের দরজা খোলায় তিনি চমকে যান। ইয়ার বাড তখন মিডল ইয়ারের টিমপ্যানিক মেমব্রেন ভেদ করে পুরো মিডল ইয়ার নষ্ট করে দেয়।''

কটন সোয়াবের আসলে কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ কানের নিজস্ব এক পরিস্কার করার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের কানের খোল একই সঙ্গে রক্ষাকবচ এবং ক্লিনার হিসেবে কাজ করে।

তা সত্ত্বেও কান পরিস্কার করার জন্য প্রায়ই ইয়ার ক্যান্ডেল ব্যবহার করা হয়। ফাঁপা মোমবাতির একটি দিক ইয়ার ক্যানেলের মধ্যে পোড়ানো হয়। এভাবে চাপ সৃষ্টি করে কান থেকে খোল বার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই কায়দা কি আদৌ কার্যকর? ড. গেয়ার্টনারের মতে, ''এটা একেবারেই কাজ করে না। পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যে এভাবে কান একেবারেই পরিস্কার হয় না। তাছাড়া চরম জটিলতার আশঙ্কাও থাকে। ইয়ার ক্যান্ডেলের কারণে ইয়ার ক্যানেলে চোট লাগে। এমনকি শেষ পর্যন্ত কানের পর্দায়ও আঘাত লাগতে পারে।''

অর্থাৎ, এই ক্যান্ডেল এমন জায়গায় কাজে লাগানো উচিত, যেখানে কোনো আঘাতের আশঙ্কা নেই।

তাহলেকান চুলকালে কী করা উচিত? অনেকে হাতের কাছে যা পান, কানে ঢুকিয়ে চুলকানি কমানোর চেষ্টা করেন। ড. হেনরিকে গেয়ার্টনার বলেন, ''যে সব রোগী নিজেদের কান খুব পরিস্কার রাখতে চান, সাধারণত তাদের কানই বেশি চুলকায়। আমার পরামর্শ হলো, প্রথমত যতটা সম্ভব নিজে কান পরিস্কার করবেন না। কারণ কান নিজেই সেই কাজ করে। দ্বিতীয়ত, আঙুলের উপর হালকা ফ্যাটি ক্রিম লাগিয়ে ইয়ার ক্যানেলের প্রবেশপথে মাখিয়ে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই ক্রিম নিজেই কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে।''

বিকট শব্দই কানের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। বিশেষ করে সেই শব্দ একটানা চলতে থাকলে বধিরতা এবং টিনিটাস দেখা দিতে পারে। বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড তীব্র শব্দ এমনকি মানুষকে বধির করে দিতে পারে। কনসার্টে গেলে ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করা উচিত। ড. গেয়ার্টনারের পরামর্শ হলো, ''এই মুহূর্তে কোনো কনসার্টে পৌঁছে যদি মনে হয়, কেন সঙ্গে কিছু নেই। অথচ কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তখন টিস্যু পেপার খুব কাজে লাগে। টিস্যু পাকিয়ে কানে গুঁজে দিলেই হবে। কানের সুরক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন চেপে দিতে হবে।''

শিশুদের কানের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কান বিশেষভাবে সংবেদনশীল। কোনো অনুষ্ঠানে তীব্র শব্দ হলে তারা সেটা সহ্য করতে পারে না। ড. গেয়ার্টনার মনে করেন, ''সে ক্ষেত্রে যা খুশি কানে গুঁজে দিলে চলবে না। তাদের ইয়ার ক্যানাল অনেক ছোট হওয়ায় তারা সেটা সহ্য করতে পারে না। সেটা আবার বেরিয়ে যাবে। হেডফোন কাজে লাগালেই ভালো।''

শিশুদের ইয়ার প্রোটেকশন দেখতে কিছুটা ভিন্ন। কোনো অনুষ্ঠানে তীব্র শব্দ অনুভব করার পর নীরবে হাঁটাহাঁটি করলে সেটা কানের জন্য ভালো। সাঁতার কাটা ও স্নান করা স্বাভাবিক কানের জন্য কোনো সমস্যা নয়। তবে স্নানের পর কান থেকে পানি বার করতে হবে। ড. হেনরিকে গেয়ার্টনার বলেন, ''স্নানের পর কান থেকে পানি বার করা সহজ। মাথা নীচু করে একটু ঝাঁকালে বা এক পায়ে একটু লাফালেই চলে। তারপর তোয়ালে দিয়ে জল শুকিয়ে নিতে হবে। জল কানের গভীরে চলে গিয়ে মাথার কোথাও জমা হতে পারে বলে রোগীদের মনে যে ভয় জাগে, সেই অমূলক ধারণা দূর করা জরুরি। কানের পর্দা যে একটা প্রাচীর, তা মনে রাখতে হবে। এখানে, অর্থাৎ বাইরের ইয়ার ক্যানালের মধ্য দিয়ে পানি কানে ঢুকলে শুধু কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সে কারণে সেটা বিপজ্জনক নয়।'' মোটকথা কানের স্বাস্থ্য ভালো রাখা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

পাঠকের চিঠি

মধ্যপ্রদেশে দলিত যুবককে হত্যা, মাকে নগ্ন করা হলো

ঘটনাটা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সাগরে। এক দলিত পরিবারের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালায় কয়েকশ মানুষ। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে এক দলিত তরুণী তার উপর যৌন নিগ্রহের অভিযোগ জানায়। এফআইআরে অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন। সম্প্রতি ওই তরুণীর উপর চাপ দেয়া হচ্ছিল, অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। এরপরই কয়েকশ মানুষ তাদের বাড়ি চড়াও হয়। তরুণীর ভাইকে বেধড়ক মারতে থাকে। তরুণীকেও মারে। মা তার ছেলেকে বাঁচাতে গেলে তাকে বেআব্রু করে দেয়া হয়। মা জানিয়েছেন, পুলিশ আসার পর প্রথমে তাকে তোয়ালে দেয়। তারপর তারা শাড়ি জোগাড় করে দেয়। নয়জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও দলিত-নিগ্রহের অভিযোগ আনা হয়েছে। মা জানিয়েছেন, বাড়ির সব জিনিস ভেঙে দেয়া হয়েছে। এমনকী পাকা ছাদও ভাঙা হয়েছে। জনতা তার স্বামী ও অন্য বাচ্চাদেরও মারার ভয় দেখিয়েছিল। গ্রামের পরিস্থিতি খুবই উত্তেজক। ছেলের দেহের সৎকার করতেও পরিবার প্রথমে অস্বীকার করেছিল। তারপর জেলাশাসক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গ্রামে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনার পরেই কংগ্রেস ও বহুজন সমাজ পার্টি জানিয়েছে, বিজেপি সরকারের নীতিই এজন্য দায়ী। কংগ্রেস সভাপতি ও দলিত নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, মধ্যপ্রদেশে দলিত ও আদিবাসীদের উপর সমানে অত্যাচার হচ্ছে। খাড়গের দাবি, ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশে দলিতদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। এই রাজ্যই হলো দলিতদের উপর অত্যাচারের গবেষণাগার। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রী বলছেন, কংগ্রেস ঘটনার রাজনীতিকরণ করছে। একটা বিরোধের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির সচিব রজনীশ আগরওয়ালের দাবি, বিজেপি সরকার বলে এত দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কংগ্রেস হলে তো কিছুই করত না।

কুমারেষ, সাগর

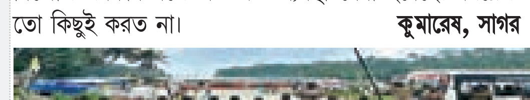

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

চাকরির কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির নেতাদের নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন অব্যাহত

অনুরাগ চলিহাকে চাকরির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রেপ্তার তৃষা শর্মা, গ্রেফতার হওয়া বিজেপি নেতাদের জেরা করে এক্ষেত্রে জড়িত শান্তনু পূজারী, নিপন ভরালীর নাম প্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক আত্মহত্যার ঘটনা শাসক দল রাজ্য বিজেপিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে। এক এক করে মুখোশ খুলছে বিভিন্ন বিজেপি নেতাদের। সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে বিজিপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার তদন্ত শুরু করা পুলিশের হাতে অবশেষে চাকরি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে শাসকদলের একের পরও একা নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে পুলিশের হেফাজতে থাকা অনুরাগ চলিহাকে চাকরির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন দল থেকে বহিস্কৃত নেত্রী তৃষা শর্মা। তাছাড়া গ্রেফতার হওয়া বিজেপি নেতাদের জেরা করে এক্ষেত্রে জড়িত শাসক দলের শান্তনু পূজারী, নিপন ভরালীর নাম খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে। রাজ্যের দুর্গম স্থানে প্রচার অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে দলীয় কার্যকর্তাদের জন্য ১০০ টির অধিক নতুন মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা করছে রাজ্য বিজেপি। বর্তমান দলীয় মুখ্য কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে প্যাশন প্লাস মোটরসাইকেল সারি সারি করে রাখা হয়েছে। এখনই প্রায় ৩০টির অধিক মোটরসাইকেল দলীয় কার্যালয়ে আসলেও অতি শীঘ্রই এই সংখ্যা ১০০ পার হবে। মূলত বিজেপির প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজের জন্য এই মোটরসাইকেল গুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচনের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকার মধ্যেই ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যা এবং এই ঘটনার সঙ্গে চাকরি কেলেঙ্কারিতে জড়িত

একের পর এক দলীয় নেতার গ্রেপ্তারের ঘটনা সম্পূর্ণ দলটিকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত প্রথমে ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর রাজ্য বিজেপিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে একের পর এক অডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে দলটিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে দালালি করা রাজ্য বিজেপির বহিস্কৃত নেতা দীবন ডেকার পর পুলিশ হাতে গ্রেফতার হয়েছেন দলের কৃষক মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস এবং দলীয় নেতা অসীম চক্রবর্তী। বিজেপি থেকে বহিস্কৃত নেতা অনুরাগ চলিয়া বর্তমান পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। অন্যদিকে পলাতক বিজেপি নেতা অভিমন্যু দাসের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। তাছাড়া রাজ্য বিজেপির দুই নেতা কপিল তালুকদার, সঞ্জীব শর্মাকে চাঁদমারি থানায় ডেকে এনে জেরা করেছে পুলিশ।

পুলিশের হেফাজতে থাকা অনুরাগ চলিহাকে চাকরির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে ইতিমধ্যে জেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন দল থেকে বহিস্কৃত নেত্রী তৃষ্ণা শর্মা। তবে শনিবার মহানগর পুলিশ এই অপরাধে তাকে গ্রেফতার করেছে। তাছাড়া পুলিশের হেফাজতে থাকা দীবন ডেকা প্রকাশ করে বিস্ফোরক তথ্য অনুসারে চাকরি কেলেঙ্কারের ক্ষেত্রে যোরহাটের বিজেপি নেতা শান্তনু পূজারী সম্পূর্ণভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি বর্তমান এআইআইডিসির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তাছাড়া শান্তনু পূজারী অসম ফুটবল সংস্থার উপসভাপতি পদে রয়েছেন। তাছাড়া তিনি অসম বিজেপির অফিস ইনচার্জ এবং যোরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের দাবিদার। রাজ্য বিজেপির নলবারী কৃষক মোর্চার উপ সভাপতি নিপন ভরালি চাকরি কেলেঙ্কারিতে জড়িত রয়েছেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। অনাগত দিনগুলোতে রাজ্য বিজেপির আরো বহু নেতার এক্ষেত্রে নাম বেরিয়ে আসতে পারে বলে সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফটো যুক্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে জেলা কিংবা মহকুমা কর্তৃপক্ষের কাছে ২৮ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন জানানো সময়সীমা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠেছে রাজ্য নির্বাচন আযোগে। অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফটো যুক্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি ভিত্তি করে এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য নির্বাচন আযোগে। ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা রয়েছে ১৭৬৪৪০০৯ । এর মধ্যে পুরুষ রয়েছেন ৮৯০৮৬০৪ জন, মহিলা ৮৭৩৫১৮৪ জন এবং অন্যান্য ২২১ জন। মোট জেলা মহকুমা ৪০ টি রয়েছে। এই ভোটার

তালিকার মাধ্যমে ৪২০ টি জেলা পরিষদ, ১৮৫ টি আঞ্চলিক পরিষদ, ২১৯৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ২১৯৩৬ টি ওয়ার্ড এ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য মোট ২৩৬৮৪ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকবে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে জেলা কিংবা মহকুমা কর্তৃপক্ষের কাছে ২৮ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন জানানো সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন আযোগে।

পাহাড়ধস নিয়েও ব্যবসা!

ঢাকা ঃ চট্টগ্রামে আগে পাহাড় কাটা, পাহাড় দখলই চলতো দেদার, এখন কারো কারো জন্য পাহাড়ধসও হয়ে উঠছে লাভজনক। পাহাড়রক্ষার উদ্যোগ তাই কার্যত আরো কমেছে। তাই প্রতি বছরই পাহাড়ধস হয়। মানুষ মারা যায়। কিছুদিন কথা হয়। তারপর আগের মতোই চলে সবকিছু। রবিবার চট্টগ্রামের ষোলশহরে পাহাড়ধসে বাবা ও মেয়ের মৃত্যুর পর আবারো তাই আলোচনায় এসেছে পাহাড়ধসের ঘটনা। ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে ভয়াবহ পাহাড়ধসে ১২৯ জনের মৃত্যুর পর 'পাহাড় রক্ষা' কমিটি নামে একটি কমিটি করা হয়েছিলো। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) তখনকার উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি সোমবার বলেন, ''আমরা পাহাড় রক্ষায় ৩৬টি সুপারিশ করেছিলাম। আমাদের সুপারিশ ছিলো কীভাবে পাহাড় রক্ষা করা যায়। কিন্তু দেখলাম পাহাড় রক্ষায় কারো আগ্রহ নাই। বরং পাহাড় ধস হলে একটি মহলের অনেক লাভ। পাহাড় ধসে পড়লে সেটা দখল করা সহজ। সেখানে আবার বসতি গড়ে তোলা যায়। এটা বিশাল লাভের ব্যাপার। ''পাহাড়ধস হলে সেটা নিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। উদ্ধারের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি কেনা যায়। টেন্ডার হয়। এখানেও লাভ। পাহাড় ধস বন্ধ করতে হলে পাহাড় দখল বন্ধ করতে হবে। তাহলে ধস পরবর্তী ব্যবসাও হবে না। ফলে ধস বন্ধে কারো আগ্রহ নাই। তাই আমিও এটা নিয়ে আর কথা বলি না, আক্ষেপ করে বলেন চুয়েটের সাবেক এই ভিসি। তার কথা, ''পরিকল্পিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চট্টগ্রামের পাহাড় কীভাবে রক্ষা করা যায়, কীভাবে ধস বন্ধ করা যায় আমরা তার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ওই প্রস্তাব পর্যন্তই শেষ। চট্টগ্রাম ভিত্তিক বাংলাদেশ পরিবেশ ফোরাম এবং বেলা জানায়, গত ১৬ বছরে চট্টগ্রামে পাহাড়ধসে ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এবং বেলার চট্টগ্রাম নেটওয়ার্কের সমন্বয়ক আলীউর রহমান জানান, ''চট্টগ্রাম শহরে ১৩৫টির মতো পাহাড় ছিল। তার মধ্যে ৬০ শতাংশ পাহাড় দখল হয়ে গেছে। প্রভাবশালীরা এই পাহাড়গুলো দখল করে নিয়েছে। তারাই পাহাড়ে গরিব মানুষদের দিয়ে বসতি গড়ে তোলো। তারপর দখল করে নেয়।'' তিনি বলেন, ''চট্টগ্রামের পাহাড়তলি আকবর শাহ এলাকায় পাহাড় দখলের অভিযোগ যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর জসিমের বিরুদ্ধে, তাকে আবার সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। টাইগারপাস এলাকায় পাহাড়ে সবচেয়ে বেশি জন বসতি। সেখানেই আবার সিটি কর্পোরেশনের অফিস বানানো হয়েছে।'' ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রামে কমপক্ষে ১৩ বার বড় ধরনের পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। আর এই পাহাড়ধস হয় বর্ষা মৌসুমে। চট্টগ্রামের পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য মতে শহরের ২৫টি পাহাড়ে এখনো এক হজারের বেশি পরিবার বসবাস করছে। এর ৮০ ভাগই ভাড়ায় থাকেন। মূলত পাহাড়গুলো প্রভাশালীরা দখল করে ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ভাড়া দেন। আর এটাই হলো পাহাড় দখলের একটি কৌশল। এর বাইরে উন্নয়নের নামে, স্থাপনা তৈরির নামে, পর্যটনের নামে পাহাড় দখল তো আছেই।

আলীউর রহমান বলেন, ''চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়গুলো বেলে দোআঁশ মাটির। বৃষ্টি হলে গলে গলে পড়ে যায়। জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা এই পাহাড়গুলোতে পরিকল্পিত বনায়ন করা হয়নি। ফলে দখল সহজ হয়েছে। একটির ওপর একটি ঝুপড়ি ঘর বানানো হয়েছে। ফলে বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে পড়ে।'' চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান অবশ্য বলেন, ''পাহাড়গুলোর মালিক জেলা প্রশাসন নয়। মালিক সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান। পাহাড়গুলো রক্ষার দায়িত্ব তাদের। তারা যদি রক্ষা না করে তাহলে তো এই পরিস্থিতি হবে। আমরা সর্বশেষ বৈঠকেও তাদের পাহাড় রক্ষার আহ্বান জানিয়েছি। তাদের পাহাড়গুলো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার জন্য বলেছি। তার কথা, ''আমরা পাহাড়ে বসতি করার খবর পেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত করে অভিযান চালাই। কিন্তু কিছুদিন পর তারা আবার ফিরে আসে। আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করতে পারি। কিন্তু মামলা করার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। তারা দায়সারা গেছের মামলা করলে তো হবে না। এতে মামলার সংখ্যা বাড়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। ফলে প্রতিবছর বর্ষা আসলেই পাহাড়ধস হয়। মানুষ মারা যায়। এ নিয়ে বার বার চেষ্টা করেও চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরের বক্তব্য জানা যায়নি। তবে জানা গেছে অধিদপ্তর ২০২১ এবং ২০২২ সালে পাহাড় দখলের অভিযোগে ২৬টি মামলা করেছে। তারা মামলা করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে বলে জানা যায়। চট্টগ্রামের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীও পাহাড় রক্ষায় তার দায়িত্ব এড়িয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ''পাহাড় তো পরিবেশের অধীনে। এগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। আমাদের দায়িত্ব হলো, কেউ পাহাড়ে বসে গেলে উচ্ছেদ অভিযান চালাই। কিন্তু ছয় মাস পর তারা আবার ফিরে আসে। কিন্তু খোদ সিটি কর্পোরেশন এবং কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পাহাড় দখলের অভিযোগের কথা বললে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ''ওয়ার্ড কাউন্সিলর কীভাবে দখল করেছেন আমি ঠিক জানি না। আর সিটি কর্পোরেশন পাহাড় কেটে কোনো রাস্তা করেনি। আমাদের কার্যালয় আসলে সাময়িকভাবে সরানো হয়েছে। কারণ পুরনো ভবন নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। ভবন তৈরি হলেই আমরা ফিরে আসবো। তবে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ''প্রভাবশালীরা পাহাড় দখল করলে তো কেউ কিছু বলে না। চুপ থাকে। ঈগল টেক্সটাইলের পিছনে প্রভাবশালীরা অনেক পাহাড় দখল করছে। কেউ তো কিছু বলছে না। সবাই চুপ করে আছে।

এক বছরেও শেষ হলো না খাদিজার মুক্তির অপেক্ষা

ঢাকা ঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা দুই মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খাদিজাতুল কুবরার জেলহাজতে থাকার এক বছর পূর্ণ হয় ২৭ আগস্ট।

রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে 'অবিচারের ৩৬৫ দিন' শিরোনামে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত বক্তারা খাদিজাতুল কুবরার অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' সংশোধন করে নতুন নাম রাখা হয়েছে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন'।

নতুন প্রণীত সাইবার নিরাপত্তা আইনের সমালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান বলেন এই ধরনের আইন তৈরি করা হয়েছে যেন কেউ শাসক শ্রেণীর সমালোচনা করতে না পারে। এই আইনের প্রয়োগ শুধু মাত্র শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতায় থাকতেই সহায়তা করবে না, বরং তাদের সহযোগীদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে।

খাদিজার সহপাঠীরা তার মুক্তির পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। প্রতিবাদ সমাবেশে খাদিজার বড় বোনও যোগ দেন।খাদিজার সহপাঠীরা তার মুক্তির পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। প্রতিবাদ সমাবেশে খাদিজার বড় বোনও যোগ দেন।

তিনি আরও মনে করেন, 'এই আইন শুধু মাত্র খাদিজাদের জন্য নয়। যারাই সরকারের অনিয়মের সমালোচনা করবে তারাই এর শিকার হবে। তাদের উপর প্রথমে সরকার নজরদারি করবে, মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সবশেষ জেলহাজতে রেখে দিবে।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী খাদিজাতুল কুবরার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় ২০২০ সালে নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার করা পৃথক দুটি মামলায় তাকে ২৭ আগস্ট ২০২২ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জাতীয় পরিচয় পত্র ও শিক্ষাগত সনদ অনুযায়ী সেসময় খাদিজার বয়স ছিলো ১৭। ফেসবুকে খাদিজার সঞ্চালনায় একটি ওয়েবিনারে দেশের বাইরে থেকে অংশ নেয়া সাবেক সেনা কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেনের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে খাদিজাকে আটক করা হয়। দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধেও মামলা রয়েছে।

ছয়বার খাদিজাতুল কুবরার জামিন আবেদন করা হলেও প্রতিবার তা খারিজ করা হয় বলে জানিয়েছে খাদিজার পরিবার।

জ্যাভলিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া

বুদাপেস্ট (ওয়েবডেস্ক) : বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিনে সোনা জিতলেন ভারতের নীরজ চোপড়া। রুপো পেলেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। নীরজ চোপড়া এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি জ্যাভলিন থ্রোতে সোনা পেয়েছেন। রোববার রাতে তিনি ৮৮ দশমিক ১৭ মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন। এটা তার নিজের রেকর্ড। পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম ছুঁড়েছেন ৮৭ দশমিক ৮২ মিটার। হরিয়ানার ২৫ বছর বয়সী নীরজ ভারতের প্রথম অ্যাথলিট যিনি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিনশিপে সোনা পেলেন। এর আগে নীরজ অলিম্পিকেও সোনা পেয়েছিলেন।

এবার জ্যাভলিনের মূল পর্বে দশজনের মধ্যে নীরজসহ তিনজন ভারতীয় অ্যাথলিট ছিলেন। এর মধ্যে কিশোর জেনা পঞ্চম ও ডিপি মণু ষষ্ঠ হয়েছেন।

স্যার ফার্গুসনের যে রেকর্ড ভেঙে দিলেন গার্দিওলা

প্যারিস : ব্রামল লেনে গতকাল তিনি ডাগআউটে ছিলেন না। পিঠের অস্ত্রোপচার করিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আপাতত পেপ গার্দিওলা আছেন বার্সেলোনায়। সেখান থেকেই টিভিতে দেখেছেন শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে তাঁর দল ম্যানচেস্টার সিটির দারুণ এক জয়। শেফিল্ডের মাঠে গতকাল ২-১ গোলের ওই জয়ে সিটি উঠে গেছে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। লিগে এই মৌসুমে এখনো পর্যন্ত শতভাগ জয়ের রেকর্ড শুধু সিটির। একই সঙ্গে ওই জয়ে আরও একটা মাইলফলক ছুঁয়েছেন ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলটির এই স্প্যানিশ কোচ। এটা প্রিমিয়ার লিগে গার্দিওলার ২০০তম জয়। জয়ের এই ডাবল সেঞ্চুরির জন্য পেপ গার্দিওলার দলকে খেলতে হয়েছে মাত্র ২৬৯ ম্যাচ। এটাও প্রিমিয়ার লিগের নতুন রেকর্ড। তাঁর চেয়ে দ্রুত প্রিমিয়ার লিগে ২০০ জয় পাননি অন্য কোনো কোচ।

সত্যি বলতে, রেকর্ডটা এখন সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছেন পেপ গার্দিওলা। প্রিমিয়ার লিগে এর আগে সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে ২০০ জয়ের রেকর্ড ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি স্কটিশ কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের। তাঁর লেগেছিল ৩২২ ম্যাচ। গার্দিওলার লেগেছে ফার্গুসনের চেয়ে ৫৩ ম্যাচ কম! এই দুজনের পরেই আছেন জোসে মরিনিও। চেলসি, ইউনাইটেড ও টটেনহামের সাবেক কোচের ২০০ জয় পেতে লেগেছিল ৩২৬ ম্যাচ। গার্দিওলা কতটা এগিয়ে বাকিদের চেয়ে, এ পরিসংখ্যানেই তা স্পষ্ট।

২০১৬-১৭ মৌসুমের শুরু থেকে ম্যানচেস্টার সিটির দায়িত্ব নেওয়া গার্দিওলা এই সাত বছরে সিটিকে জিতিয়েছেন পাঁচটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ১৫টি ট্রফি। গত মৌসুমে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় দল হিসেবে ইউরোপিয়ান ট্রেবল জিতেছে তাঁর দল। শুধু অসাধারণ এসব অর্জনই নয়, সিটির হয়ে একের পর এক রেকর্ডও গড়ে চলেছেন গার্দিওলা।

প্রিমিয়ার লিগে তাঁর অধীনে এখনো পর্যন্ত যে ২৬৯টি ম্যাচ খেলেছে সিটি, সেখান থেকে পেয়েছে মোট ৬৩৪ পয়েঃট। এটাও রেকর্ড, একই সময়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিভারপুল পেয়েছে সিটির চেয়ে ৫৫ পয়েন্ট কম। গার্দিওলার অধীনে লিগে যে ৬৯টি ম্যাচে জয় পায়নি সিটি, তার মধ্যে ড্র করেছে ৩৪টি, হেরেছে ৩৫টি। সব মিলিয়ে এই ২৬৯ ম্যাচে সিটি করেছে ৬৬৫ গোল, খেয়েছে মাত্র ২১৬টি। গোল ব্যবধান ৪৪৯। এটাও যে অন্য যেকোনো দলের চেয়ে ঢের বেশি, তা বোধ হয় বলে না দিলেও চলছে।

ছেলে 'চুমুকাণ্ডে' নিষিদ্ধ, প্রতিবাদে মায়ের অনশন

স্পেন (ওয়েবডেস্ক) : 'চুমুকাণ্ডে' স্পেন ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) সভাপতিকে ৯০ দিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। কিন্তু রুবিয়ালেসের মা বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। ছেলের সমর্থনে আজ থেকে অনশনে নেমেছেন আনহেলেস বেহার। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মত্রিলের দিভাইনা পাস্তোরা গির্জায় নিজেকে আটকে রেখে অনশনের মাধ্যমে এ প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেন। গির্জার বাইরে রুবিয়ালেসের পরিবারের এক সদস্য সংবাদকর্মীদের জানিয়েছেন, নারী বিশ্বকাপ ফাইনালে বিজয়মঞ্চে আসলে কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে হেনি হেরমোসো 'সত্যি' না বলা পর্যন্ত আনহেলেস বেহার এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। ঘটনার শুরু ২০ আগস্ট, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। সেদিন ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফিফা নারী বিশ্বকাপ শিরোপা জেতে স্পেন। এরপর পুরস্কার মঞ্চে স্পেনের মিডফিল্ডার হেরমোসো পদক নেওয়ার সময় দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান রুবিয়ালেসের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গেলে তিনি তাঁর ঠোঁটে চুমু দেন। সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সমালোচনা হয় সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে। পরে ক্ষমাও চেয়েছিলেন রুবিয়ালেস। কিন্তু কাজ হয়নি। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী থেকে ফিফার দরবার পর্যন্ত গড়ায় ব্যাপারটি। আর ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রুবিয়ালেস বলেছিলেন, চুমুর বিষয়টি ছিল পারস্পরিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। যদিও হেরমোসো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রুবিয়ালেসের এই দাবির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, লুইস রুবিয়ালেস তাঁর বক্তব্যে যা যা দাবি করেছেন, বিশেষ করে সম্মতিসূচক চুমুর ব্যাপারটি তাঁর সঙ্গে এমন কোনো কথাবার্তাই হয়নি। এগুলো মিথ্যা এবং নিজের সুবিধার জন্য কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সংস্কৃতি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেটারই অংশ।' স্পেন ফুটবল ফেডারেশন ভুক্তভোগী হেনি হেরমোসোর বক্তব্য মিথ্যা দাবি করে আইনি ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি এরপরই রুবিয়ালেসকে নিষিদ্ধ করে। ছেলের এই শাস্তি মেনে নিতে পারেননি আনহেলেস বেহার। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে রুবিয়ালেসের কাজিন ভ্যানেসা রুইজ বেহার বলেছেন, 'যে ভোগান্তিটা হয়েছে, সেটি অন্যায্য। তার (রুবিয়ালেস) মা ধর্মপরায়ণ, তাই সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি অনশন শুরু করেছেন, গির্জা ছাড়তে চাচ্ছেন না। আসলে যা ঘটেছে, তা ন্যায্য বলে মনে হচ্ছে না। তাকে আগেভাগেই দোষী বানানো হয়েছে। এটা মোটেও স্বাভাবিক লাগছে না...আমরা চাই হেনি সত্যিটা বলুক। কারণ, সে তিনবার নিজের বক্তব্য পাল্টেছে। তার (রুবিয়ালেস) পরিবার খুব ভোগান্তির মধ্যে আছে।' ৪৬ বছর বয়সী রুবিয়ালেস মত্রিল শহরেই বেড়ে উঠেছেন এবং তাঁর বাবা এই পর্যটন শহরের সাবেক মেয়র। চুমুর বিষয়টি নিয়ে মঞ্চে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় হেরমোসো বলেছিলেন, এ নিয়ে তাঁর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ড্রেসিংরুমে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে নিজের অস্বস্তির কথা বলেন। এরপর রুবিয়ালেসের 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি' চেয়ে বিবৃতিও দেন। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, স্পেনের সরকার কৌঁসুলিরা আদালতে আজ থেকে রুবিয়ালেসের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করেছেন। 'যৌন নিপীড়ন'-এর অভিযোগে এই তদন্ত চলছে। আদালতের বিবৃতিতে বলা হয়, 'কৌঁসুলিরা ঘটনার সত্য অনুসন্ধানে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন, যৌন নিপীড়নের কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হতে।' স্পেনে খেলাধুলা নিয়ে শীর্ষ আদালতেও (টিএডি) এ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। রুবিয়ালেস দোষী প্রমাণিত হলে আরও শাস্তি পেতে পারেন।

আলকারাজ জোকোভিচে তাকিয়ে সবাই

লন্ডন : ইউএস ওপেন শুরু হবে আজ। কিন্তু তার আগেই কার্লোস আলকারাজ ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত। একদিন র‍্যাকেট স্পনসর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি নবায়নের অনুষ্ঠানে, তো পরদিন ভেনাস উইলিয়ামসের সঙ্গে টেনিস প্রদর্শনী। দাতব্য কাজের তহবিল সংগ্রহের বিভিন্ন চ্যারিটি অনুষ্ঠান তো ছিলই। এবার নিউইয়র্কে পা রাখার পর আলকারাজ নতুন যে বিষয় আবিষ্কার করেছেন, সেটি হলো, তিনি মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে বড় শহরটিতে শান্তিতে হাঁটতে পারছেন না!

সেটাই স্বাভাবিক অবশ্য। এক বছর আগের আলকারাজ আর এই আলকারাজের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য। এক বছর আগে টেনিসের ভবিষ্যৎ নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের সন্ধানে। নরওয়ের ক্যাসপার রুদকে হারিয়ে তিনি সেটি পেয়েও যান। আর এবার আলকারাজ সেই নিউইয়র্কে গেছেন দুটি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হয়ে। ২০ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকা যার শেষটি জিতেছেন গত মাসে উইম্বলডনে মহাকাব্যিক এক ফাইনালে নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে।

ক্যারিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের অভিযানে নামার আগে বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় বলেন খ্যাতির বিড়ম্বনার কথা, 'মাঝেমধ্যে আমার ভালোই লাগে, আবার মাঝেমধ্যে ভালো লাগে না। কিছু সময় তো আপনি সাধারণ মানুষের মতো হতে চাইতেই পারেন, চাইতে পারেন তাঁদের মতো নির্বিঘ্ন হাঁটতে।' শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে কথাগুলো বলেন স্পেনের মুর্সিয়া থেকে উঠে আসা আলকারাজ।

২০০৮ সালে রজার ফেদেরারের পর ইউএস ওপেনের পুরুষ এককে টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি কেউ। আলকারাজের সামনে হাতছানি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফেদেরারকে ছোঁয়ার। মঙ্গলবার জার্মানির ডমিনিক কফারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সেই অভিযান শুরু করবেন শীর্ষ বাছাই আলকারাজ।

আলকারাজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, যাঁকে হারিয়ে দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন, সেই জোকোভিচই। করোনাভাইরাসের টিকা না নেওয়ায় গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাননি ছেলেদের টেনিসে রেকর্ড ২৩টি গ্র্যান্ড স্লাম এককজয়ী সার্বিয়ান তারকা। দুই বছর পর ফিরে ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচের চোখ যে ইউএস ওপেনের চতুর্থ শিরোপায়, সেটি না বললেও চলে।

জোকোভিচ-আলকারাজের আরেকটি জিবে জল আনা লড়াই দেখতে টুর্নামেন্টের একদম শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে টেনিসপ্রেমীদের। ড্রয়ের দুই অর্ধে থাকা শীর্ষ দুই বাছাইয়ের যে ফাইনালের আগে দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই!

সিনসিনাটি মাস্টার্সের ফাইনালের পর আলকারাজ ও জোকোভিচ। ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন দুই তারকা সম্ভাব্য সেই ম্যাচে উইম্বলডন ফাইনালটা যদি আলকারাজের অনুপ্রেরণা হয়, জোকোভিচ অনুপ্রেরণা করতে পারেন এ মাসেই তিন সেটের এক ধ্রুপদি লড়াইয়ে আলকারাজকে হারিয়ে জেতা সিনসিনাটি মাস্টার্সকে। আজ রাতে ফ্রান্সের আলেকসান্দ্র মুলারের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবেন জোকোভিচ।

মেয়েদের বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা সিওনতেকই ফেবারিট। চারবারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন পোলিশ খেলোয়াড়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন আরিনা সাবালেঙ্কা, উনস জাবির, ইয়েলেনা রিবাকিনারা।

অ্যান্টার্কটিকায় কেন একসাথে ১০ হাজার পেঙ্গুইন মারা গেল

অ্যান্টার্কটিকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকায় হাজার হাজার বাচ্চা পেঙ্গুইনের এক করুণ গণমৃত্যুর স্বাক্ষী হল বিশ্ব। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ঘটনায় একসাথে ১০ হাজার পেঙ্গুইনের মৃত্যু ঘটেছে।

এই বাচ্চা পেঙ্গুইনদের পালক সাঁতারের জন্য উপযোগী হওয়ার আগেই তাদের পায়ের নিচে থাকা সমুদ্রের বরফ গলে এবং ভেঙে যায়। আর তা থেকেই বরফ পানিতে ডুবে বা ঠান্ডায় জমে বাচ্চাগুলোর মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পেঙ্গুইনের মধ্যে উচ্চতা এবং ওজনে সবচাইতে বড় জাতের প্রাণীটিকে এমপেরর পেঙ্গুইন বলা হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে ২০২২ সালের শেষ দিকে, অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণে বেলিংহাউজেন সাগরের কাছে। ঘটনাটি ধরা পড়েছে স্যাটেলাইটে।

ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের (বিএএস) বিজ্ঞানী ড. পিটার ফ্রেটওয়েল বলেন, এমন বিলুপ্তির ঘটনা সামনে আরো ঘটবে।

ড. ফ্রেটওয়েল এবং তার সহকর্মীরা কমিউনিকেশন্স আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল জার্নালে হাজারো পেঙ্গুইনের মৃত্যুর এই করুণ ঘটনা তুলে ধরেন। বিজ্ঞানীরা বেলিংসহাউজেন সাগরে পাঁচটি পেঙ্গুইন কলোনি পর্যবেক্ষণ করেন। এগুলো হচ্ছে ¯ রথসচাইল্ড আইল্যান্ড, ভার্দি ইনলেট, স্মাইলি আইল্যান্ড, ব্রায়ান পেনিনসুলা ও ফ্রিগনার পয়েন্ট। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সেন্টিনেল টু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা পেঙ্গুইনদের মলমূত্র ত্যাগ থেকে শুরু করে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন।

সাদা বরফের উপর ফেলে যাওয়া তাদের বাদামী রংয়ের বিষ্ঠা মহাকাশ থেকেও সহজেই চোখে পড়ে।

প্রাপ্তবয়স্ক পাখিরা সমুদ্রে জমা এই বরফে হাজির হয় মার্চ মাসের দিকে, যখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীত আসতে শুরু করে।

এখানে তারা সঙ্গী খুঁজে নেয়, সঙ্গম করে, ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায়। এরপর কয়েক মাস ধরে তাদের খাইয়ে দাইয়ে প্রস্তুত করে পৃথিবীতে নিজের মতো পথ খুঁজে নিতে।

নতুন পেঙ্গুইনদের সমুদ্রে নামার সময় সাধারণত ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে।

কিন্তু গবেষক দল লক্ষ্য করে এই হাজার হাজার বাচ্চা পেঙ্গুইনের পালক সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হবার আগেই, এমপেরর পেঙ্গুইন যেখানে আস্তানা গেড়েছে সমুদ্রের উপর থাকা সেই বরফে ফাটল ধরে যায় নভেম্বর মাসেই। ফলে চারটি কলোনিতেই এই প্রজনন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। শুধুমাত্র একেবারে উত্তরে থাকা রথসচাইল্ড আইল্যান্ডে থাকা পেঙ্গুইনরা কিছুটা সফল হয় ।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, যেহেতু পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে. তার ফলে এই শতকের শেষ নাগাদ পৃথিবী থেকে এমপেরর পেঙ্গুইনের ৯০ শতাংশেরও বেশি কলোনি বা আবাস হারিয়ে যাবে।

পেঙ্গুইনরা তাদের প্রজননের জন্য সমুদ্রে জমাট বাঁধা বরফের উপর নির্ভরশীল। তাদের সন্তানদের বড় করার জন্য এটাই তাদের টেকসই আবাস। কিন্তু যদি সেই বরফ যথেষ্ট শক্ত না হয়, অথবা দ্রুত ভেঙে যায় তাহলে এই পাখিদের বিপদ, ¯ বিবিসিকে বলেন ড. ফ্রেটওয়েল। একমাত্র আশা হচ্ছে, আমরা যদি এই পৃথিবীর উষ্ণতার জন্য দায়ী কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারি। আর যদি সেটা না হয় তাহলে হয়তো আমাদের কারণে এই চমৎকার পাখির অস্তিত্বই বিলোপ হয়ে যাবে।

এর আগে দেখা যায় ২০১৬ সাল থেকেই অ্যান্টার্কটিকায় গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের বরফ কমে যাচ্ছে। অ্যান্টার্কটিকা জুড়েই পানিতে জমাট বাঁধা মোট বরফের পরিমাণও প্রতিনিয়ত কমে যাওয়ার নতুন রেকর্ড গড়ছে। গত দুই বছর অর্থাৎ ২০২১¯২২ এবং ২০২২¯২৩ এর গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে বরফের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন, এ সময় বেলিংসহাউজেন সাগর প্রায় পুরোপুরি বরফের আবরণমুক্ত হয়ে পড়ে।

এর সাথে আরও বিপদের কারণ হল বিগত কয়েক মাসে বরফ জমাট বাঁধছে খুব ধীরগতিতে। যার মানে আরও অন্তত এক বছর পেঙ্গুইনরা প্রজনন করতে পারবে না। শীতের সময় বরফ জমাট বাঁধার পরিমাণটা সর্বোচ্চ পেৌঁছায় সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু এবার সেপ্টেম্বরে সাধারণত বরফ যতোটা জমাট থাকে তার চেয়ে অনেক কম থাকবে।

ড. ফ্রেটওয়েল এবং তার সহকর্মীরা বলেন এমপেরর পেঙ্গুইনরা জলবায়ু পরিবর্তনের এ প্রভাব টের পাচ্ছিল। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পেঙ্গুইনদের পরিচিত ৬০টি কলোনির অন্তত এক তৃতীয়াংশ কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও হয়তো বরফ পরে জমছে বা আগেই গলে যাচ্ছে।

এই গ্রহের একেবারে অন্যপ্রান্তে আর্কটিক অঞ্চলে, সমুদ্রের বরফ গত কয়েক দশক ধরেই ক্রমান্বয়ে কমছে। সে তুলনায় অ্যান্টার্কটিক অনেকটা শক্তিশালী অবস্থানেই ছিল ২০১৬ সাল পর্যন্ত, এর সীমা বরং বাড়ছিল।

ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের ড. ক্যারোলিন হোমস একজন সমুদ্র বরফ বিশেষজ্ঞ।

তিনি এই সাম্প্রতিক পতনের জন্য এই মহাদেশজুড়ে সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিক উষ্ণ হয়ে ওঠা এবং এক বিশেষ ধরণের বাতাসকে দায়ী করছেন, বেলিংসহাউজেনে এ বাতাস বরফকে উপকূলের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ফলে তা ছড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেন ড. ক্যারোলিন। আমরা এতদিন ধরে যা পর্যবেক্ষণ করে এসেছি তা থেকে এখন যা দেখছি সেটি পুরোই আলাদা। আমরা পরিবর্তনের শঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত হবে তা আশা করিনি।

বিবিসিকে তিনি আরো বলেন, আর্কটিকের গবেষণায় দেখা গিয়েছে আমরা যদি কোনভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে পারি তাহলে উত্তর মেরুতে সমুদ্রের বরফ রক্ষা করা যাবে।

এখন সেটা অ্যান্টার্কটিকার ক্ষেত্রেও কাজ করবে কিনা তা আমরা নিশ্চিত নই। তবে এটা তো বলাই যায় যে ঠান্ডা যদি যথেষ্ট হয় তাহলে সমুদ্রের বরফ আবারও জমাট বাঁধবে।

বর্তমানে এমপেরর পেঙ্গুইনকে 'বিলুপ্তপ্রায়' প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার আইইউসিএন। এই সংস্থাটি বিশ্বজুড়ে হুমকিতে থাকা প্রাণীর তালিকা করে থাকে।

জলবায়ু যেভাবে এ পেঙ্গুইনদের জীবনচক্র হুমকিতে ফেলে দিয়েছে, তাতে তাদের আরো জরুরী ভিত্তিতে 'ভালনারেবল' বা বিপন্ন তালিকায় নিয়ে আসা হোক, এমন একটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ চলছে।

টুকরো খবর

বাপেক্সে কেন হঠাৎ অর্থ সংকট, উত্তরণে কী করা হচ্ছে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে কাজ করা রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাপেক্স সরকারি বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থার কাছ থেকে সময়মত গ্যাসের বিল না পাওয়ায় অর্থ সংকটে পড়েছে এবং এ কারণে সংস্থাটির নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজেই একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। একজন বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলছেন বাপেক্সের এ সংকট আগে থেকেই চলছে এবং এর মূল কারণ হলো অব্যবস্থাপনা। সংকট মেটাতে গত এক বছরের বেশী সময় ধরে নিজেদের এফডিআর ভেঙ্গে সরকারের ভ্যাটের অর্থ শোধ করতে হচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শোয়েব এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। চিঠিটি বাপেক্সের তরফ থেকে গ্যাস বিতরণ কোম্পানি বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে দিয়ে অবিলম্বে তাদের কাছে পাওনা ১১৪ কোটি টাকা শোধ করতে বলা হয়েছে।

যদিও মি. শোয়েব বলছেন কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে বাকী আছে কিন্তু সে টাকা আদায়ে চিঠিতে সংকটের কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে এটি অর্থ আদায়ের জন্য চাপ দিতে লেখা হয়েছে। এখানে সংকট নেই। নিয়মিত কার্যক্রম থেকে শুরু করে সবকিছুই স্বাভাবিক। তবে সময়মত বিল ও ভ্যাটের টাকা না আসায় ওভাবে চিঠি লেখা হয়েছে, বলছিলেন তিনি। তবে বাপেক্সের মূল কর্তৃত্ব যাদের সেই পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বলছেন যেসব সরকারি সংস্থার কাছ থেকে বাপেক্সের টাকা পাওনা আছে সেগুলো আদায়ের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করছেন। যেভাবে সংকটের কথা বলা হচ্ছে পরিস্থিতি মোটেও তা নয়। এটা একটা রেগুলার ইস্যু। বিল হয় ও ধারাবাহিকভাবে টাকা আসবে। কখনো কোনো সংস্থার কাছ থেকে টাকা আসতে দেরী হলে চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দেয়া হয়। এটাকে বড় করে দেখার কিছু নেই, বলছিলেন তিনি। যদিও সব মিলিয়ে সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কি পরিমাণ অর্থ বাপেক্সের পাওনা আছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য কর্মকর্তারা দিতে চাননি। জ্বালানী বিষয়ক বিশ্লেষক অধ্যাপক বদরুল ইমাম অবশ্য বলছেন বাপেক্সের এ সংকট এখন তৈরি হয়নি বরং এটি আগে থেকেই চলছে, যার মূল কারণ হলো অব্যবস্থাপনা। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উৎপাদন করে থাকে। এগুলো হলো বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিএফসিএল) ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। বাপেক্সের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ মূহুর্তে তাদের উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র আছে সাতটি। এছাড়া তাদের হাতে অনুসন্ধান কূপ আছে আঠারটি। বাংলাদেশের স্থলভাগে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স অনেকদিন ধরেই সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এমনকি এক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির চেয়েও বাপেক্সের সাফল্যের হার বেশি। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শোয়েব বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে গত ২০ অগাস্ট যে চিঠি পাঠিয়েছেন সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন গ্যাস বিল সময়মত না পাওয়ায় বাপেক্সে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। ওই চিঠিতে বাপেক্সের সরকারি কোষাগারের নিয়মিত পাওনাসমূহ পরিশোধ, টেকসই অনুসন্ধান, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাপেক্সের আর্থিক তারল্য সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শুধু চলতি বছরে মে মাসের বিল ও বকেয়াসহ মোট ১১৪ কোটি টাকা পাওনা বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানিকে পরিশোধের তাগিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক মাসের বিল ও বকেয়ার পরিমাণই এই পরিমাণ টাকা। নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করে সংস্থাটির একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন বকেয়া অর্থ আদায় না হওয়ায় সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রমে কিছু সমস্যা হবে। মূলত গ্যাস কূপ খনন করার জন্যই বাপেক্স অর্থ ব্যয় করে থাকে এবং পরে বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বিল পেলে তা দিয়ে তারা নিজস্ব খরচ বহন করে। আবার গ্যাস বিক্রি করলে সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় নব্বই দিনের মধ্যে। অন্যথায় গুনতে হয় জরিমানা। বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সময়মত ভ্যাটের টাকা না পেলে বাপেক্স নিজের তহবিল থেকে সেটি পরিশোধ করে। এভাবেই কিছু সরকারি সংস্থার কাছে বিল ও ভ্যাটের টাকা দুটোই আটকে আছে। একই সাথে বিল ও ভ্যাটের টাকা আটকে থাকাতেই কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। যদিও তার দাবি এতে করে সংকটময় কোনো পরিস্থিতি সংস্থার কার্যক্রমে তৈরি হয়নি। জানা গেছে গত বছরের শুরু থেকেই কিছু কোম্পানি ভ্যাট বাবদ অর্থ দেয়া বন্ধ রাখায় বাপেক্সকে নিজ তহবিল থেকে তা সরকারকে শোধ করতে হয়েছে। আবার এর মধ্যেই সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি কর্মকর্তা কর্মচারীদের একাধিক বোনাস দিতে হয়েছে। তবে কর্মকর্তারা দাবি করেন যে বিশেষ কিছু অর্জনের জন্য এ বোনাস দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে আবার এই প্রতিষ্ঠানই ডলার সংকটের কারণে পরিকল্পিত কিছু কাজ করতেই পারছে না। বিশেষ করে কিছু যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানি করা যায়নি ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে না পারায়। কিছু কূপ খননযন্ত্র মেরামত ও আধুনিকায়নের জন্য ওই প্রকল্পটি নেয়া হয়েছিলো দু বছর আগে। যদিও চার দশকের পুরনো খননযন্ত্র মেরামতের পরিকল্পনায় খুব বেশি সায় ছিলো না পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগের। অথচ এর মধ্যেই ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ খননের পরিকল্পনা আছে সরকারের জ্বালানি বিভাগের, যার বেশিরভাগই করার কথা বাপেক্সের। এখন একদিকে অর্থ সংকট, অন্যদিকে কূপ খননযন্ত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী মেরামতের পদক্ষেপ নিতে পারায় ওই পরিকল্পনা কতটা আলোর মুখ দেখবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে বাপেক্স ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শোয়েব বলছেন সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজই তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জ্বালানী বিষয়ক বিশ্লেষক অধ্যাপক বদরুল ইমাম অবশ্য বলছেন বাপেক্সের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গ্যাসের গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল করা হলেও সেই অর্থ অন্যত্র কাজে লাগানো হয়েছে। এ তহবিল থেকে টাকা দেয়া হয়েছে এলএনজিতে। এতে বাপেক্সের কোনো কাজ হয়নি। আবার বাপেক্স সরকার থেকে এখন আর অনুদান পায় না। বরং তাদের সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সুদসহ ফিরত দিতে হয়। এসব মিলিয়ে অনেকদিন ধরেই বাপেক্স আর্থিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তিনি বলেন পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য সরকারের উচিত বাপেক্সের পাশে দাঁড়ানো। কারণ গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্সকে সহায়তা করা তাদেরই দায়িত্ব। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার অবশ্য বলছেন বকেয়া অর্থ আদায় বাপেক্সের নিয়মিত কার্যক্রম। এ থেকে উত্তরণের জন্য তারা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সাথে আলোচনা করছেন। এটা এমন কিছুই নয়। সরকারি সংস্থাগুলো থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টাকা আদায় হয়। সেজন্য কখনো কখনো দেরী হয়। এছাড়া আর কোনো সংকট নেই। বকেয়া অর্থও নিয়মিতভাবে চলে আসবে, বলছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচনে 'ভারত ফ্যাক্টর' নিয়ে যা বলছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আসছে সাধারন নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা কী হবে? এনিয়ে রাজনীতিতে চলছে নানা অনুমান ও বিশ্লেষণ। ভরত কি বরাবরের মতোই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ নেবে নাকি 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা পালন করবে? বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক দলগুলো। আগামী নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু' করার জন্য সরকারকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। যেখানে বলা হয়েছে - বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের ও পরিবারের সদস্যদের আমেরিকার ভিসা মিলবে না। এমন প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থানের

বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। কারণ, ভারত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। শেখ হাসিনার সরকারের উপর চাপ কমাতে ভারত কী ধরণের ভূমিকা নেয় সেটির দিকে অনেকের দৃষ্টি রয়েছে। নির্বাচন বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এক্ষেত্রে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী দেশ ভারত কী ভূমিকা নেয় সেটি প্রভাব ফেলে তাতে সন্দেহ নেই। বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিতর্ক থাকায় ভারতের অবস্থান কী হয় সেটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

যে মুসলমানরা হাজার হাজার ইহুদিকে 'হলোকস্ট' থেকে বাঁচিয়েছিলেন

আলবেনিয়া (এজেন্সী) ঃ ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে আলবেনিয়া এমন একটি দেশ যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইহুদি জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের তুলনায় সেসময় দেশটিতে ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

আলবেনীয় বেশিরভাগ পরিবারই মুসলমান।

নাৎিস শাসনের নিপীড়নের শিকার হয়ে হাজার হাজার ইহুদি জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার মতো দেশ থেকে পালাতে শুরু করে। তখন আলবেনীয় পরিবারগুলো তাদের বাড়িতে ইহুদিদের আশ্রয় দেয়, পালিয়ে আসা শরণার্থীদের প্রাণ রক্ষা করে তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই, ১৯৩৮ সালে আলবেনিয়ার রাজা প্রথম জোগ ৩০০ জনেরও বেশি ইহুদিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন, যাদের এমনকি আলবেনীয় নাগরিকত্বও দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু নিজ ক্ষমতায় তাদেরকে রক্ষা করা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ইতালি আলবেনিয়া আক্রমণ করে এবং দেশটিকে তারা নিজেদের রক্ষাকারী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। রাজা প্রথম জোগকে ইতালি পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে আলবেনিয়ায় ইহুদিদের প্রবেশ তখন আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এরপর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে তখন আলবেনিয়ার ভূখণ্ডে তিন হাজারেরও বেশি ইহুদি শরণার্থীর বসবাস ছিল।

এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে জায়গা দেয়ার বিষয়টিকে আলবেনিয়ার নাগরিকদের ঐতিহ্যগত সংহতি এবং 'বেসা' নামক মর্যাদার রীতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আলবেনিয়ান আমেরিকান সিভিক লীগের শার্লি ক্লয়েস ডিওগার্ডি বলেন, আলবেনীয়রা ইহুদিদের তাদের পরিবারে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল, তাদের যত্ন করেছিল, তাদের লুকিয়ে রেখেছিল।

এবং যখনই পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠত, তারা তাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতো।

যারা শরণার্থীদের সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ যারা কোন ধরণের রাজনীতি বা সামাজিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা জিনিসই ছিল, মানবতা। 'হিস্ট্রি'স সিক্রেট হিরোজ' নামে এক পডকাস্টে হেলেনা বোনহ্যাম কার্টার বলছিলেন, আর্সলান রেজনিকি ছিলেন একজন খাদ্য ব্যবসায়ী। তিনি শত শত ইহুদি শরণার্থীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের এবং নিজের পরিবারের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছিলেন।

আর্সলানের পরিবার ছিল মুসলিম, যা আলবেনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম, দেশটিতে জনসংখ্যার মাত্র ১৭ শতাংশ খ্রিস্টান।

তিনি নিজেকে আলবেনিয়ান সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি নিজের মানবিক বোধের জন্য গর্বিত, যার কারণে আজও তিনি 'বেসা' রীতি মেনে চলেন।

'বেসা' নামক সম্মানের রীতি বা আচরণবিধি বলতে এক ধরণের কঠোর নৈতিক নিয়ম পালনকে বোঝায়, যা অন্যদের প্রতি সহানুভূতি এবং সহনশীলতার উপর ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

বেসা মানে 'সম্মানের অঙ্গীকার' এবং এর উৎস খুঁজে পেতে আপনাকে ১৫ শতকের বাচিক ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে, যা এখনো আলবেনীয়দের মধ্যে টিকে আছে।

বেসা মানে হল অন্যকে সম্মান দেয়া এবং সমান চোখে দেখা মানে নিজেকে সম্মান করা। এর প্রধান মূল্যবোধের জায়গাটি হল একজন অতিথিকে নিঃশর্ত সুরক্ষা দেয়া, এমনকি নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে হলেও তাকে রক্ষা করা, বলেছেন ডিওগার্ডি।

এই ঐতিহ্য শত বছর ধরে কানুন বা আইনের অংশ হিসেবে চলে আসছে। কানুন বলতে সাধারণত অলিখিত আইন, যা ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এক ধরণের আইনকে বোঝায়। যা উত্তর আলবেনিয়ার উপজাতিরা ১৫ শতকে তৈরি করেছিল।

অর্গেস্ট বেকিরি বিবিসিকে বলেছেন, কানুনকে 'বেসা'র মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ঐতিহ্যটি আসলে আরও পুরানো এবং কানুন কেবল দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা উপজাতীয় ঐতিহ্যের কথা বলে।

যুগোস্লাভিয়া থেকে ইহুদি উদ্বাস্তু পরিবারগুলো হলোকস্ট থেকে পালিয়ে আলবেনিয়ায় এসেছিল।

আলবেনিয়ায় আগত বেশিরভাগ ইহুদি ছোট শহর এবং পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল, যেখানে আলবেনিয় সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ বাস করতো।

কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেখানে ইহুদিদের খুঁজে বের করার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল।

শরণার্থীরা ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার এবং পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকত। কিন্তু কখনও কখনও তাদের লুকানোরও প্রযয়োজন ছিল না। বিষয়টি এমনই ছিল।

নাৎিসরা যখন আলবেনিয়া দখল করে, তারা দাবি করেছিল যে আলবেনিয়ার কর্তৃপক্ষ যেন তাদের দেশে থাকা ইহুদিদের তালিকা সরবরাহ করে, যেন ওই ইহুদিদের নির্বাসনে পাঠানো যায়। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে।

আলবেনিয়ান আমেরিকান সিভিক লিগের সাথে কাজ করার সময়, শার্লি ডিওগার্ডি অনেক পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের অসংখ্য গল্প খুঁজে পান।

দেশটিতে ইহুদিদের কোন সাহায্য দেওয়া জাতীয় সম্মানের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত।

আলবেনীয়দের মানবিক চরিত্রের স্বীকৃতি দিতে, হলোকস্টের শিকারদের জন্য ইসরায়েলে ইয়াদ ভাশেম নামে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হয়েছে।

সেখানে ইহুদি সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল এমন প্রায় ২৫ হাজার মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কঠিন সময়, তবে নাৎিস শাসনের নিপীড়নই আলবেনিয়ার জন্য প্রথম বা শেষ চ্যালেঞ্জ ছিল না।

একটি নিয়ম, কোন ব্যতিক্রম নয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সময় এবং ভুক্তভোগী পরিবর্তন হলেও ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর, ১৯৯০-এর দশকে, পাঁচ লাখেরও বেশি উদ্বাস্তু, যাদের বেশিরভাগই জাতিগত আলবেনীয়, তারা সার্ব সামরিক বাহিনীর নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আলবেনিয়ার উদ্দেশ্যে কসোভো ছেড়ে যায়।

নেভিলা মুকা, একজন আলবেনীয় নারীর নাতনি, তিনি একটি উদ্বাস্তু পরিবারকে উদ্ধার করেছিলেন। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, সেসময় আলবেনিয়ান পরিবারগুলো কসোভার শরণার্থী শিবিরে যেতো, একটি পরিবারকে খুঁজে বের করে তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসতো।

তারা তাদের আত্মীয় বা বন্ধু না, তারা অপরিচিত, কিন্তু আলবেনীয়রা তাদের স্বাগত জানাত, তাদের খাওয়াত, পরাত। তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করত যেন তারা তাদেরই পরিবারেরই অংশ।

যখন নেভিলাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তার দাদী যে এমনটা করেছেন সেটা কেন করেছেন বলে মনে হয়?

তখন তিনি কাঁধ তুলে জবাব দেন, এটা আলবেনিয়ান রীতি। এটা চুম্বনের মতো।

চুম্বনের রীতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বর্তায়।

মুকা বিবিসিকে ব্যাখ্যা করেছেন যে 'বেসা' আলবেনীয়দের জন্য এমন এক রীতি, যদি কেউ আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসে, আপনাকে তাদের থাকার জায়গা দিতে হবে।

যদিও 'বেসা'র আরও কিছু দিক সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে গেছে, তারপরেও আলবেনিয়ান সমাজে কর্তব্য এবং আতিথেয়তার সাধারণ অনুভূতিগুলো এখনও টিকে আছে।

আলবেনিয়া এখনও বহু মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে।

এবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মানুষদের তারা জায়গা করে দিচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাবাহিনী দ্রুত প্রত্যাহার করে নিলে দেশটির ক্ষমতা পুনর্দখল করে তালেবান। সে সময় বহু আফগান আলবেনিয়ায় পালিয়ে যায়।

আলবেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওল্টা জাক্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন যে আলবেনিয়া স্বেচ্ছায় এবং গর্বের সাথে চার হাজার আফগান শরণার্থীকে আতিথ্য দেবে। আলবেনিয়া কখনই বড় এবং ধনী দেশগুলোর অভিবাসন বিরোধী নীতির কেন্দ্র হবে না।

এইভাবে আলবেনিয়া, ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে একটি ছোট এবং দরিদ্র দেশ হলেও বারবার তাদের আতিথেয়তার শপথ পূরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বিশেষ করে যারা তাদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদের দিকে বরাবর হাত বাড়িয়েছে এই দেশের সাধারণ মানুষেরা।

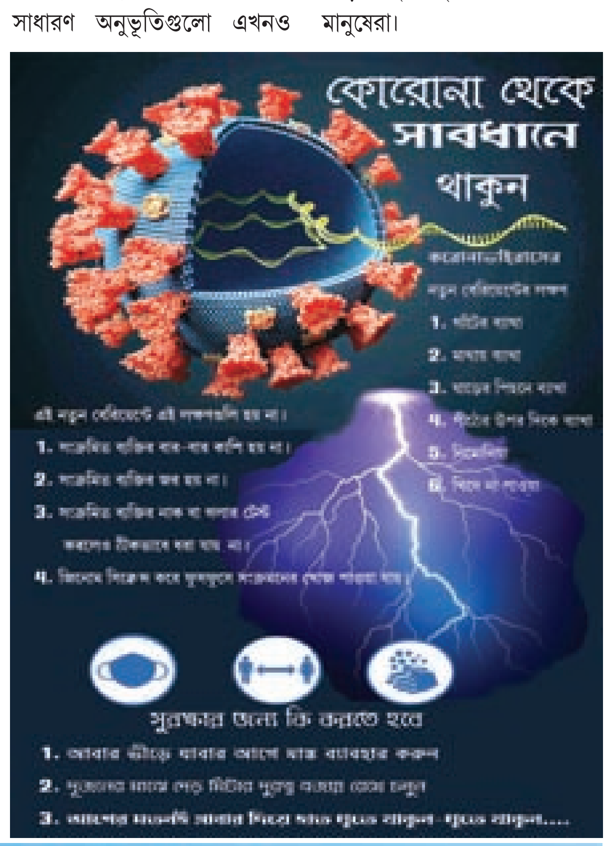

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো কেন নিয়মিত বন্যার শিকার হয়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ কুড়িগ্রামের উলিপুরের গুনাইগাছির বাসিন্দা মনোয়ার হোসেনের দুই বিঘার ধান তিস্তার জলেতে তলিয়ে গেছে। এখনো তার বাড়িতে জল ওঠেনি, কিন্তু বন্যার জল ঘরের নীচে চলে এসেছে।

'ক্ষেতের ধানের আশা তো ছাইড়েই দিছি। আর এক ফিট পানি উঠলে ঘর ছেড়ে স্কুল ঘরে চলে যাইতে হবে। গরুগুলাকে বড় রাস্তার ওপর একজনের বাড়িতে রাইখে আইছি,'' তিনি বলছিলেন।

ভারী বর্ষণ এবং ভারত থেকে আসা জলের ঢলে তিস্তা নদীর জল বেড়ে বিপদ সীমার ৪১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে কুড়িগ্রামের রাজারহাট, উলিপুরের কয়েকটি ইউনিয়নের গ্রাম জলেতে তলিয়ে গেছে। এখনো সেসব এলাকায় বন্যার জল বাড়ছে। অন্যদিকে তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় বন্যা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে রংপুর ও লালমনিরহাটের লক্ষাধিক মানুষ। বিশেষ করে এসব এলাকার নিম্নাঞ্চলের গ্রামগুলো বন্যায় প্লাবিত হয়ে পড়েছে।

উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ যে অবস্থা উত্তরাঞ্চলের এই এলাকায় প্রতিবছরেই বন্যার প্রবণতা দেয়া দেয়। তবে অনেক এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেয়ার কারণে এখন আর আগের মতো প্রবল আকারের বন্যা দেখা যায় না। তবে এই বছর জলের ঢলের কারণে অনেক এলাকায় তিস্তা নদীর পাশে দেয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে এসব এলাকা দিয়ে বন্যার জল ফসলি জমি এবং লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। রাজারহাটের ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মিনহাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, তাদের এলাকায় বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জল ঢুকে দুইশর বেশি ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। সেখানকার বাসিন্দারা স্থানীয় স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। তিস্তা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় রংপুর ও লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতির আরও খানিকটা অবনতি হয়েছে।

বিশেষ করে ভারতে উত্তরাঞ্চলেও ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় সেই জল এখন নিচের দিকে নামছে। ফলে নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আশেপাশের এলাকায় বন্যা ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা আশা করছেন, আগামী দুইদিন উত্তরাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমে আসায় ওই দিকে বন্যা পরিস্থিতির আপাতত অবনতির আশঙ্কা নেই।

এইমাসেই ভারী বৃষ্টিতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি পাহাড়ি জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশের বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান বলছেন, 'ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর জলের লেভেল খানিকটা বাড়লেও গঙ্গা-পদ্মা নদীর জল স্থিতিশীল আছে। বিশেষ করে তিস্তা নদীর জলের লেভেল কমে আসছে। আমরা আশা করছি, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আর ভারী বৃষ্টিপাত হবে না এবং লালমনিরহাট ও রংপুরের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হবে।''

তবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হলে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, সোমেশ্বরী ও যাদুকাটা, সারিগোয়াইন নদীর জল বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে মেঘালয় ও আসামে ভারী বৃষ্টি হলে সেই জলও নদীপথে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে নামবে।

এই দপ্তর যে ১০৯টি নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সেগুলোর মধ্যে ৭৯টির জল বেড়েছে, কমেছে ২৮টি নদীর জল। তবে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটি নদীর জল।

আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির প্রবণতা কমে যাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেটে ভারী বৃষ্টি হবে। এরপরে বৃষ্টির প্রবণতা কমে আসবে। অন্যান্য এলাকাতেও আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত কমে আসবে বলে আমরা মনে করছি। আবার সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে বৃষ্টি হতে পারে।'

তিনি বলছেন, সিলেট ও চট্টগ্রাম এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলেও সেটা একদিনের বেশি থাকার সম্ভাবনা কম। এরকম হলে বন্যা পরিস্থিতির জন্য তেমন আশঙ্কাজনক হবে না বলেই তারা মনে করছেন।

এই মাসেই টানা কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ি জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের অনেক এলাকা বন্যায় তলিয়ে গিয়েছিল। অতীতে এসব এলাকায় এরকম বন্যা দেখা যায়নি।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় কেন নিয়মিত বন্যা হয়? বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম,

রংপুর, লালমনিরহাট, সিরাজগঞ্জের অনেক এলাকায় এক-দুই বছর পরপরে বড় ধরনের বন্যা দেখা যায়। সেখানকার বন্যা ঠেকাতে নানারকম প্রকল্প বা উদ্যোগ নেয়া হলেও বন্যা পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। প্রতিবছরেই এসব এলাকার ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে ক্ষয়ক্ষতিও হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জল ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক একেএম সাইফুল ইসলাম বলছেন, এর পেছনে আসলে অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

'প্রথমত নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় চর পড়ে গেছে। শুকনোর সময় প্রায় হেঁটে পার হওয়া গেলেও বর্ষার সময় এসব নদীতে উজান থেকে এক লাখ কিউসেকের বেশি পানি চলে আসে। বিশেষ করে শুষ্ক সময়ে উজানে ভারতের অংশে জল সরিয়ে নেয়া হয় আর বর্ষার সময় সেই জল ছেড়ে দেয়া হয়। ফলে বর্ষা আসলে নদীর গতিপথ পাল্টে যায়, দুকুল উপচে জল পড়ে। ফলে অল্প বৃষ্টি হলেই বা নদীতে জল বাড়লেই বন্যা দেখা দেয়,'' তিনি বলছেন।

এর পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র, তিস্তার মতো নদীগুলোর উজানে অনেক স্থানে মাইনিং হচ্ছে, সেসব কারণে নদীতে প্রচুর পলি, বালু বা পাথর এসে পড়ে। এগুলো জলের সাথে সাথে ভাটির দিকে চলে আসে। ড্রেজিং করেও পুরোপুরি মোকাবেলা করা যায় না।

প্রফেসর সাইফুল ইসলাম বলছেন, 'আমরাও অনেক জায়গায় জলাশয় ভরে ফেলছি, দূষণ আর দখলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হলে জল সহজে বের হতে না পেরে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এবার চট্টগ্রামে, বান্দরবানে আমরা যা দেখেছি, গত বছর সিলেটেও এমন দেখা গেছে। সেখানেও দেখা গেছে, ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার পর জল নদী দিয়ে নামতে না পেরে আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।'